।। অবজার্ভার ।।

চরিত্র

অনীক সেন	৩০	অবজার্ভার
রায়দা	৬৫	সিনেমাটোগ্রাফার
বীরেশ পাল	৪২	”
স্বপন রায়	৪৪	”
সংকোচ দাস	৫০	”
শান্তি নাগ	৫৫	”
অমর গুপ্ত	৬০	”
সন্দীপ রায়	৪৮	”
রঞ্জন দাশগুপ্ত	৫৫	”
বাসু দত্ত	৬৫	”
বোধন দাস	৫০	”
তপন দত্ত	৪৮	”
কমল দত্ত	৬৫	সহকারী সিনেমাটোগ্রাফার
পিন্টু দত্ত	৭০	”
প্রবীর ঘোষ	৬০	”
রণেন দাস	৫৮	”
সুবীর রায়	৪৫	”
বাদল সরকার	৩৫	ইলেকট্রিসিয়ান
দিব্যেন্দু চ্যাটার্জী	৬০	পরিচালক
অমলেন্দু রায়	৫০	”
কমলেন্দু রায়	৫৫	অমলেন্দুবাবুর দাদা
মেজদি	৫২	অমলেন্দুবাবুর দিদি
মাধবী চক্র(বর্তী	৫৫	অভিনেত্রী
রূপা ভট্টাচার্য	৪০	”
রমা মজুমদার	৩০	”
দীপক রায়	৩৫	অভিনেতা
অনিল চ্যাটার্জী	৬৫	”
সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়	৬০	অভিনেতা
জ্যোতিষ চক্র(বর্তী	৬৫	স্থির আলোকচিত্রী
কুমার বোস	৫৮	”
রতন গুহ	৪৫	সহকারী পরিচালক
লিখিল রায়	৫০	”

আরও নানা লোকজন সহ অজয় পাল, সুজিৎ ভুঁইয়া, অদীপ রায়, বৌদি, রাজকন্যা রায়, সুবলবাবু, মুনমুন গুপ্ত, পরেশ বাবু, শুভ্রা, শুভ্রার মা, রীনা, গীতাবৌদি, বি(েজিৎ এবং তুলসীদা।

ছবি শু(হবে অমলেন্দুবাবুর ফ্লোরে সিনেমাটোগ্রাফার বীরেশ পাল 'লাইট' করছে এই দৃশ্য দিয়ে । এই দৃশ্যের উপর ছবির পরিচয় লিপি দেখা যাবে ।

সুটিং এর ডিটেলস দিয়ে ছবিটা এমন ভাবে সম্পাদনা করা হবে যাতে প্রকৃত সুটিং-এর আমেজ ও পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিকাল । অল ইণ্ডিয়া সিনেমাটোগ্রাফারস অ্যাসোসিয়েশন-এর অফিস ।

অফিসে টেবিলের ওপাশে কমলবাবু, ডাইনে ও বাঁয়ে বীরেশ পাল এবং স্বপন রায় আর উল্টোদিকে সংকোচ দাস বসে আছেন । অফিসের কাগজপত্র দেখছেন । এমন সময় অনীক অফিসে ঢুকে একটু এগিয়ে বলে—

অনীক ঃ আসবো ?

কমল দত্ত ঃ —আসুন ।

অনীক ঃ দত্তবাবুর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই । কমল দত্ত ।

সংকোচ দাস মুখ ঘুরিয়ে দেখে—

অনীক ঃ সংকোচদা ! কোন খবর আছে সংকোচদা ?

সংকোচ ঃ কী ব্যাপার ?

অনীক ঃ আমার অ্যাপলিকেশনের ব্যাপারে !

সংকোচ ঃ কীসের অ্যাপলিকেশন ?

অনীক ঃ অবজার্ভার হিসাবে কাজ করার ।

সংকোচ ঃ না । '২৬' তারিখে আমাদের মিটিং—তারপর ।

অনীক ঃ কবে যোগাযোগ করব ?

সংকোচ ঃ কষ্ট করে আসতে হবে না । হলে তো আমরা চিঠি দিয়ে জানাবোই ।

অনীক ঃ হ্যাঁ । তা তো ঠিক । কিন্তু আমার মানে, দেখুন—আমি ১৯৮১ সালে আবেদন করেছি । দু-বছর নিয়মিত খোঁজ খবর করেছি, এখনও বলছেন খবর দেবেন !

কমল ঃ ১৯৮১ সালে আবেদন করেছেন !

অনীক ঃ হ্যাঁ, সংকোচদাকে জিজ্ঞাসা ক(ন না । উনি শুধু বলছেন মিটিং হলে জানাবেন । ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না ।

কমলবাবু উঠে আলমারি খুলে ফাইল দেখে বলে—

কমল ঃ আপনার নাম ?

অনীক ঃ অনীক সেন ।

কমল ঃ এই নামে তো কোন অ্যাপলিকেশন নেই ।

অনীক ঃ নেই !

স্বপন ঃ আপনি কার সঙ্গে কাজ করবেন, ঠিক করেছেন ?

অনীক ঃ না ।

কমল ঃ তাহলে কী করে হবে ?

অনীক ঃ আপনারা যোগাযোগ করে দেবেন না ?

কমল ঃ না, আপনাকেই ঠিক করতে হবে ।

অনীক ঃ দেখুন, আমার সঙ্গে তো কারো পরিচয় নেই । আমি মনে করেছিলাম—আপনাদের অ্যাসোসিয়েশনে

যুক্ত(হচ্ছি, একটা ব্যবস্থা হবে ।

কমল ঃ সেটা কী করে সম্ভব ? আমরা সবাই ক্যামেরাম্যান । (জি-রোজগারের ব্যাপার আছে । বুঝতেই পারছেন, প্রফেশনাল ব্যাপার—

অনীক ঃ তাহলে তো আমার কোনদিনই হবে না ।

বীরেশ ঃ আপনাকে তো একটা পরী(া দিতে হবে ।

অনীক ঃ হ্যাঁ, দেবো । আমারতো একটা ট্রেনিং আছে । স্টীলফোটোগ্রাফিতে ।

বীরেশ ঃ স্টীল আর সিনেমাটোগ্রাফি আলাদা । তাছাড়া অবজার্ভারে পরের পরী(াটাতো খুব টাফ ।

অনীক ঃ আশাকরি আমি পাশ করবো । দেখুন, পরী(ায় পাশ করা আর কাজ করা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার ।

বীরেশ ঃ হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন ।

কমল ঃ ও কিন্তু আপনার বেটারমেন্টের জন্যই বলছে ।

অনীক ঃ হ্যাঁ, তা তো নিশ্চয়ই । আপনারা তাহলে যোগাযোগ করে দেবেন না ?

স্বপন ঃ না ।

অনীক ঃ তাহলে আমি কী করতে পারি ? আমি আশা করেছিলাম—(বীরেশ পালকে) আপনি আমাকে হেল্প করবেন ? আপনাকে কিন্তু আমি কাজ করতে দেখেছি ।

বীরেশ ঃ কোথায় ?

অনীক ঃ টেকনিসিয়ানে । কী যেন ছবিটার নাম, এই তো গত মাসেই ।

কমল দত্ত ঃ সলিলদার ছবির কথা বলছে রে ।

বীরেশ ঃ না-না । গত মাসে কী করে হবে ?

অনীক ঃ হ্যাঁ ।

বীরেশ ঃ আপনি শান্তি নাগের কাছে শিখুন ।

অনীক ঃ আমি তো শান্তিবাবুকে চিনি না । আপনি রেফার করবেন ?

বীরেশ ঃ সামনের সপ্তাহে আসুন, ওকে পেয়ে যাবেন এখানে ।

অনীক ঃ কিন্তু ?

বীরেশ ঃ আমি থাকবো ।

অনীক ঃ আমি যদি আপনার সঙ্গে কাজ করি ?

বীরেশ ঃ আমি তো এক সঙ্গে অনেক ছবিতে কাজ করি না । হয়তো চারদিন সুযোগ পাবেন, তারপর দু-মাস ফাঁকা। আপনাকে তো এক বছরে তিনটে ছবিতে অবজার্ভার থাকতে হবে ।

অনীক ঃ সেটা একটা ব্যাপার বটে । আচ্ছা, আপনার পরিচয়টা ।

বীরেশ ঃ আমার নাম বীরেশ পাল ।

অনীক ঃ ও, আপনার কাজ তো আমি দেখেছি । বিপ-ব রায়চৌধুরীর...

বীরেশ ঃ না ।

অনীক ঃ তাহলে ? আমি দেখেছি, কিন্তু মনে করতে পারছি না । আপনি ধীমান দাশগুপ্তকে চেনেন ?

বীরেশ ঃ হ্যাঁ ।

অনীক ঃ ধীমানদার সঙ্গে আমার আলাপ আছে । এখন আপনি কোন্ ছবিতে কাজ করছেন ?

বীরেশ ঃ অমলেন্দু রায়ের...

অনীকের মুখ ।**—কাট ।**

ফ্ল্যাশব্যাক ।

সকাল ৯টা। অমলেন্দু রায়ের বাড়ী । বাইরের ঘরে অনীকের বয়সী একটা ছেলে সোফায় বসে খবরের কাগজ পড়ছে । অনীক এসে জিজ্ঞাসা করে—

অনীক ঃ এটা কি অমলেন্দু রায়ের বাড়ি ?

ছেলে ঃ হ্যাঁ ।

অনীক ঃ উনি আছেন ?

ছেলে ঃ হ্যাঁ ।

অনীক ঃ উনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই ।

ছেলে ঃ আপনি কোথা থেকে আসছেন ?

অনীক ঃ বারাকপুর ।

ছেলে ঃ কী ব্যাপার ?

অনীক ঃ ব্যাপার মানে-উনার সঙ্গে একটু কথা বলবো ।

ছেলে ঃ উনি তো এভাবে দেখা করেন না ।

অনীক ঃ দেখুন, আমি ঠিকানা এবং ফোন নম্বর কোনটাই জানি না । মোটামুটি লোকেশনটা জেনে এসেছি । তাহলে কবে দেখা হবে ? তবে—

ছেলে ঃ বসুন, দেখছি ।

ছেলেটা ঘরে গিয়ে কিছু(ণ পর ফিরে এসে খবরের কাগজ পড়তে থাকে । অমলেন্দুবাবু একটু পরে আসে এবং ছেলেটা চলে যায় । অনীক দাঁড়িয়ে নমস্কার জানায় ।

অমলেন্দু ঃ কী ব্যাপার ?

অনীক ঃ আমার নাম অনীক সেন, বারাকপুরে থাকি । খড়দহ সিনে ক্লাবের সদস্য । আপনার ছবি দেখেছি । আমি ফোটোগ্রাফি চর্চা করি, মানে স্টীলফোটোগ্রাফি । সিনেমাটোগ্রাফি শেখার ইচ্ছা—কাগজে দেখলাম আপনি সৌমেন্দু রায়ের সঙ্গে কাজ করছেন । যদি একটু আলাপ করিয়ে দেন । আপনি বললে না করবেন না—

অমলেন্দু ঃ আপনি জানেন না, ওঁর কাছে চার-পাঁচ জন লাইন দিয়ে আছে ।

অনীক ঃ আপনি যদি বলেন—

অমলেন্দু ঃ আপনার ছবি-টবি কিছু এনেছেন ?

অনীক সাইডব্যাগ থেকে ফোটোকোলাজ—'ঋত্বিক ঘটক', 'সত্যজিৎ রায়', 'মৃণাল সেন' এবং 'সিনেসেলুলয়েডে' সত্যজিৎ রায়ের উপর ওর লেখা দেখায় । অমলেন্দুবাবু মনোযোগ দিয়ে ছবি দেখে এবং অনীকের লেখাটা পড়ে বলে—

অমলেন্দু ঃ এগুলো তো ঠিক ছবি না । গ্রাফিক ডিজাইন—

অনীক ঃ হ্যাঁ, ছবি কেটেই তো করেছি । আর একদিন স্টীল নিয়ে আসব ।

অমলেন্দু ঃ পরিষ্কার করে বলুন তো, আপনি কী করতে চান ?

অনীক ঃ সিনেমাটোগ্রাফি ।

অমলেন্দু ঃ শুনুন, এই ব্যাপারে আমি কিছু করতে পারবো না । আপনাকে আমি মিসগাইড করছি না । এভাবে হবে না । আপনি স্টুডিওতে যান । ক্যামেরাগিল্ড আছে । সেখানে যোগাযোগ ক(ন । ওরা আপনাকে এই ব্যাপারে হেল্প করতে পারবে ।

অনীক ঃ যোগাযোগ করেছি, কিন্তু—

অমলেন্দু ঃ লেগে থাকুন ।

অনীক ঃ আমি আট বছর ধরে ঘুরছি । আজ আসুন, কাল আসুন । আমার মনে হচ্ছে, জানা শোনা না থাকলে ওরা 'কার্ড' দেয় না ।

অমলেন্দু ঃ সেটা আপনাকে করতে হবে । আমাদের দেশে এটাই রীতি । যার ইচ্ছে আছে, সে ঠিক করবেই । আপনি পারলে পারবেন । না-হলে-না...

অনীকের অসহায় মুখ । **—কাট ।**

ফ্ল্যাশব্যাক শেষ ।

বিকাল । স্টুডিওতে অমলেন্দুবাবুর অফিস ।

অনীক অফিসে এসে বীরেশ পালের খোঁজ করে । বীরেশবাবু বেরিয়ে আসে । অনীক নমস্কার জানায় ।

বীরেশ ঃ আপনি একটু অপে(া ক(ন ।

অনীক অফিস থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে স্টুডিওর পরিবেশ দেখছে । একটু পর বীরেশবাবু আর অমলেন্দুবাবু অফিস থেকে বেরিয়ে ফ্লোর দেখতে চলে যায় । অনীকও ঘুরে ফিরে স্টুডিও দেখতে থাকে। পুকুর, গাছপালা, ফ্লোর । অনেক(ণ হয়ে গেছে । অনীক আগের জায়গায় অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে আছে । ওরা ফিরে আসছে । অনীক এগিয়ে যায় ওদের দিকে । এমন সময় স্বপন রায় আসে ওখানে । কোকিল ডাকছে । বীরেশবাবু স্বপন রায়কে বলে—

বীরেশ ঃ এই, ওকে শান্তির কাছে নিয়ে যা'তো । হেসে বলে—জেনে নে, গাড়ি-টাড়ি আছে কিনা ।

স্বপনের সঙ্গে অনীক এগিয়ে যায় স্টুডিওর রাস্তায় । ওরা অ্যাসোসিয়েশনের সামনে এলে স্বপন রায় অনীককে বলে—কোকিল ডাকছে ।

স্বপন ঃ ওই যে ক্যান্টিনের সামনে, ক্যামেরার পাশে হাফ প্যান্ট পরে দাঁড়িয়ে আছে শান্তি । যান ।

অনীক ঃ আচ্ছা, বীরেশবাবু গাড়ির কথা কী বলছিলেন ?

স্বপন ঃ (গম্ভীর ভাবে) সব কিছু জানতে চেষ্টা করবেন না ।

(একটু পর, নিজের মনে হেসে বলে) সব জেনে যাবেন । যান **—কাট ।**

শান্তি নাগ ক্যান্টিনের সামনে দাঁড়িয়ে একটা একটা করে বাদাম খাচ্ছে । অনীক শান্তি নাগের কাছে গিয়ে বলে—কোকিল ডাকছে ।

অনীক ঃ নমস্কার । আমার নাম অনীক সেন । বীরেশবাবু আমাকে পাঠালেন । আমি আপনার অবজার্ভার হতে চাই ।

শান্তি ঃ হুঁ—না । আমার কাছে তিন-চারজন লাইন দিয়ে আছে ।

শান্তি নাগ এই বলে ঘৃণা ভরে অনীককে এড়িয়ে যায় । অনীক হতাশ হয়ে অ্যাসোসিয়েশনের সামনে ফিরে আসে । একটু পরে বীরেশবাবু অ্যাসোসিয়েশনের সামনে এলে অনীক বলে—কোকিল ডাকছে।

অনীক ঃ শান্তিবাবু বললেন, ''হবে না'' । ওনার কাছে নাকি তিনচারজন লাইন দিয়ে আছে ।

বীরেশ ঃ চলুন, আমি নিয়ে যাচ্ছি ।

ওরা ক্যান্টিনের দিকে এগিয়ে যায় । যেতে যেতে অনীক বলে—

অনীক ঃ আচ্ছা, আমিতো আপনার অবজার্ভার হতে পারি । আপনি আপত্তি করছেন কেন ?

বীরেশ ঃ আপনি, কাল থেকে দশটার সময় আসুন । খেয়েদেয়ে আসবেন ।

অনীক ঃ ধন্যবাদ ।

অনীক যেন পরশ পাথর পেয়েছে । স্টুডিওর রাস্তা দিয়ে গেটের দিকে যাচ্ছে । উদাস ভাবে কোকিল ডাকছে । **—কাট ।**

দিন । দশটা। অমলেন্দুবাবুর ফ্লোর । উমাপতির ঘর ।

একটা টেবিলের উপর কতকগুলি ফল । আপেল, আঙ্গুর, কমলালেবু । দুটো চেয়ারে প্রবীরবাবু আর অনীক বসে আছে। পাশে বাদলবাবু দাঁড়িয়ে । অমলেন্দুবাবু ঘরে ঢুকে সব কিছু দেখে চলে যায় । অমলেন্দুবাবুর স্ত্রী রূপাও আছে ফ্লোরে অনেকের মধ্যে ।

বাদল ঃ আচ্ছা, প্রবীরদা মিনিমাম এক্সপোজার কত ?

প্রবীর ঃ তার মানে ?

বাদল ঃ মানে, কত কম আলোতে এক্সপোজ হবে ?

প্রবীর ঃ সে তো হ্যারিকেন, মোমবাতির আলোতেও এক্সপোজ হবে । আসলে, এটা নির্ভর করছে তুই কী চাইছিস তার উপর ।

অনীক ঃ এই যে আপনারা স্যুট করছেন, 'কী' আর 'কাউন্টার কী'র ভ্যারিয়েশনটা কেমন রাখছেন ?

প্রবীর ঃ এর একটা নিয়ম আছে । তবে, আমরা সব সময় সেটা ফলো করি না, যখন যেখানে যেমন প্রয়োজন সেভাবে করে নিই ।

অনীক ঃ আপনি বলতে চাইছেন, পরিস্থিতি বিবেচনা করে, এফেক্ট চিন্তা করে এক্সপোজার ব্যবহার করেন ।

(ইতিমধ্যে অমলেন্দুবাবু এসে অনীকের পিছনে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছে ।)

প্রবীরবাবু ঃ হ্যাঁ ।

অনীক ঃ এটাও তো একটা নিয়ম ?

প্রবীরবাবু হেসে দেয় ।

অমলেন্দু ঃ এই ভদ্রলোক কে ? একে তো চিনতে পারলাম না ?

প্রবীরবাবু ঃ বীরেশের অবজার্ভার ।

অনীক দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে অমলেন্দুবাবুকে বলে—

অনীক ঃ অনীক সেন । আমি কিন্তু আপনার বাড়িতে একদিন গিয়েছিলাম ।

অমলেন্দু ঃ (অমলেন্দুবাবু একটু চমকে বলে) দেখবেন, আঙ্গুর টাঙ্গুর যেন ছিঁড়ে খাবেন না ।

সবাই হো হো করে হেসে দেয় ।

অনীক ঃ ধন্যবাদ ।

এমন সময় বীরেশবাবু এসে চেয়ারে বসে বলে—

বীরেশ ঃ আমরা কিন্তু রেডি, স্যার ।

অমলেন্দু ঃ দেখছি । ওদিকে কতটা হলো—

অমলেন্দুবাবু চলে যায় । অনীক বীরেশবাবুর কাছে গিয়ে খাতা দেখিয়ে বলে—

অনীক ঃ 'ক্যামেরা খাতা', আর 'ক্যান লেবেল লেখা' ঠিক আছে কিনা একটু দেখে দিন না —

বীরেশ ঃ তুমি পড় ।

প্রথম 'ক্যামেরা খাতা' এবং পরে 'ক্যান লেবেল' দেখা যাবে এবং নেপথ্যে অনীকের কণ্ঠস্বর শোনা যাবে।

অমলেন্দুবাবুর ফ্লোর । অমলেন্দুবাবু ফ্লোরে এসে বলে—

অমলেন্দু ঃ বুঝলি বীরেশ, আজ ঝুলবে মনে হচ্ছে । সত্যদাকে তিনটের সময় ছাড়তে হবে—এখনো রেডি হয়নি কেউ ।

এমন সময় নিখিলবাবু এসে অমলেন্দুবাবুর পাশে দাঁড়ালে অমলেন্দুবাবু বলে—

অমলেন্দু ঃ মাধবীদির হয়েছে ?

নিখিল ঃ না ।

অমলেন্দু ঃ এভাবে চলবে না । আর কত(ণ ?

নিখিল ঃ উনার হেয়ার ড্রেসার ঐ সেটে চলে গেছে । উনি চুল ঠিক না করে আসতে পারছেন না । দেরী হবে।

অমলেন্দু ঃ আমি এখন কী করবো ! সত্যদাকে তিনটের সময় ছাড়তে হবে । মাধবীদির চুল বাঁধতে দেরী হবে— কাজটা হবে কখন ? আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কী করছেন ? যান, হেয়ার ড্রেসারকে ডেকে নিয়ে আসুন। তাড়াতাড়ি—

নিখিল ঃ ও, হ্যাঁ-হ্যাঁ-যাচ্ছি যাচ্ছি—

নিখিলবাবু চলে যায় । ওর দিকে অমলেন্দুবাবু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে । সবাই মুখ টিপে হাসে । সাদা পর্দা নীচ থেকে উঠে আসে লাল পেড়ে শাড়ীর ঘোমটা দেওয়া মাধবীর মুখ । বাংলার বধূ । অনীকের তৈরী 'সত্যজিৎ রায় ফোটোকোলাজ' । যেটা অনীক অমলেন্দুবাবুকে দেখিয়েছিল । যার মধ্যে আছে সত্যজিৎ রায়ের আঁকা চা(লতা পোস্টারে মাধবীর ছবি । **—কাট ।**

ফ্ল্যাশব্যাক

দিন । সন্তু চত্র(বর্তীর ক্লাস(ম ।

সুবলবাবু, পরেশবাবু, অলীক, মুনমুন গুপ্ত, শুভ্রা, শুভ্রার মা, রীনা, গীতা বৌদি বসে আছে । ওরা আউটডোর সুটিং-এ যাবে।

সুবল ঃ ওঃ উত্তমকুমারের সঙ্গে কী অভিনয়টা না করেছে ! আর হবে না । ভোলা যায় না । প্রেম—কোন কথা নেই, সংলাপ নেই । শুধু চাউনিতে । এ শুধু অভিনয় জানলেই হবে না । অনুভূতির দরকার । যে প্রেম করছে সেও পারবে না । 'সাতপাকে বাঁধা'তে কী ভাবে পাঞ্জাবীটা ছিঁড়লো । দেখেছেন আপনারা?

মুনমুন ঃ দেখুন, আপনি সুচিত্রা সেনের কথা বলছেন । উনি নিশ্চয়ই ভাল অভিনয় করেন । কিন্তু আমি আর একজনের কথা বলবো—মাধবী, তুলনা হয় না ।

অনীক ঃ চা(লতা । সুবর্ণরেখা ।

সুবল ঃ মাধবী সত্যি ভাল অভিনয় করে । তবে, রোমান্টিক অভিনয়ে চলে না সুচিত্রার পাশে ।—

বুঝলি পরা, অর্ধেন্দুবাবু একটা মেয়ে খুঁজছিল । দেখতে শুনতে মোটামুটি হলে চলবে । কিন্তু বুদ্ধি থাকতে হবে—চোখে-মুখে কথা বলতে পারে । তোর জানা-শোনা থাকলে বলিস । অর্ধেন্দুবাবুর হাতে পড়লে আর দেখতে হবে না । হিট । নায়িকা—একটু খোঁজ রাখিস তো । যদি তেমন...আজকাল তো...

নেপথ্যে সুবলবাবুর সংলাপের সঙ্গে ক্যামেরা উপস্থিত মেয়েদের ওপর ঘুরে সুবলবাবুর উপর স্থির হবে।

এমন সময় বি(েজিৎ এসে বলে—

বি(েজিৎ ঃ গাড়ী এসে গেছে ।

সবাই যে যার ব্যাগ নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় । **—কাট ।**

ফ্ল্যাশব্যাক শেষ ।

দিন । স্টুডিও । অমলেন্দুবাবুর ফ্লোর ।

সুটিং শু(হবার আগে অনীক বাদলবাবুর কাছে বিভিন্ন লাইটের বৈশিষ্ট্য জেনে নিচ্ছে । ফ্লোর প্রায় ফাঁকা । অনীক আর বাদল কথা বলছে ।

অনীক ঃ বাদলবাবু, এই লাইটগুলো সম্বন্ধে একটু বলবেন—

বাদল ঃ শুনুন দাদা, বাবুটাবু বলবেন না । আপনি একটু অন্য রকম আছেন । এই যে লাইটগুলি দেখছেন, এইগুলি 'দু কিলো সোলার' । এর ভেতরে কনডেনসার আছে । সামনে তো ফ্রেস্নল কাঁচ দেখতেই

পাচ্ছেন । এইগুলি দিয়ে ক্যাটওয়ার্ক থেকে সোর্স লাইট, হাইলাইট করি আমরা । এই লাইটগুলির পেছনের চাবি ঘুরিয়ে আলোর এরিয়া ছোট-বড় করা যায় । এই দেখুন—দেখাচ্ছি ।

আমরা দেখছি বাদল লাইট অপারেট করছে । আলোর এরিয়া ছোট-বড় হচ্ছে । অনীক আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে । বাদল আবার ওর কাছে আসে এবং বলে—

বাদল ঃ এই গুলি 'মালটি টুয়েন্টি', এটা 'মালটি টেন' । এই লাইটগুলি অনেকটা এরিয়া ছড়িয়ে যায় । এইগুলি দিয়ে সাধারণত বাউন্স করে ফিল, 'ওয়াস লাইট' করা হয় । 'ডে-সিনে' সোর্স লাইট করি জানালা, দরজার বাইরে থেকে ।

বাদলের কথার সঙ্গে সঙ্গে আমরা 'ওয়াস লাইট' । বাউন্স লাইট । জানালা দরজা দিয়ে কাট লাইট, এর নিদর্শন দেখছি। হার্ড-সফট' লাইটের সামনে বাদল ও অনীক এসে দাঁড়ায় ।

বাদল ঃ এটাকে বলে 'হার্ড-সফট' লাইট । এটাও সোলারের মত আলোর এরিয়া চাবি ঘুরিয়ে বড়-ছোট করা যায় । এই দেখুন—

বাদল 'হার্ড-সফট' লাইট অপারেট করে দেখায় । তারপর একটু এগিয়ে 'বেবী' লাইটের কাছে গিয়ে বলে—অনীক ও ওর কাছে যায় ।

বাদল ঃ এগুলিকে বলে 'বেবী' । এক কিলো আছে , পাঁচশো অছে । আড়াই-শোও আছে । এইগুলিকে বলতে পারেন সোলারের ছোট ভাই । এইগুলি দিয়ে সাধারণত ছোট এরিয়াতে সোর্স লাইট করে 'নাইট সিন' করি । এর থেকেও ছোট লাইট আছে 'ইঙ্কি-ডিঙ্কি'।

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বাদল লাইটগুলি অপারেট করে দেখায় ।

অনীক ঃ লাইট তো মোটামুটি হলো, কাটারের ব্যাপারটা একটু...

বাদল ঃ এই দেখুন, এটা হলো 'হ্যাণ্ড কাটার', এটা 'স্ট্যাণ্ড কাটার', এটা স্টেট, এটা হল 'এল' আর এটা 'ফ্যান্সি' কাটার ।

অনীক ঃ এটা কী জিনিস ? ফ্যান্সি !

বাদল ঃ কিছুই না-এটা এগোনো-পিছানো-ঘোরানো যায় । যখন যেমন লাইট কাটার দরকার । এছাড়া 'বার্ণডোর' দিয়েও তো লাইট কাটছি—দেখেছেন ।

অনীক ঃ নেট, গজ-এর ব্যবহারটা কেমন ?

বাদল ঃ কিছুই না । ফিলটার । নেট অল্প আলো, গজ বেশী আলো চাপে । মানে, নেট পাতলা, গজ মোটা-যখন যেমন দরকার লাইটের সামনে লাগায় । যেমন টিসু পেপার, বাটার পেপার লাগায় । যখন যেটাতে এফেক্ট আসে সেটা দিতে হয় ।

অনীক ঃ আচ্ছা বাদলবাবু, হ্যালোজেন লাইট কী ?

বাদল ঃ হ্যালোজেন লাইটের আলো খুব সাদা-এমনি লাইটের আলো দেখুন, একটু লালচে ।

অনীক ঃ হ্যালোজেনের কেলভিন টেম্পারেচার কত ?

বাদলবাবুর অবাক মুখ ।

বাদল ঃ দাদা, এটা তো জানি না । মানে, বুঝতে তো পারছেন আমাদের তো ঘসাবিদ্যা ।

অনীক ঃ প্রতিটা আলোর 'কেলভিন টেম্পারেচার' আছে । কেলভিন টেম্পারেচারের উপর আলোর রঙ নির্ভর করে । যেমন আপনি বলছেন—সাদা, একটু লালচে । সাধারণ স্টুডিও টাংস্টেন লাইটের কেলভিন টেম্পারেচার ৩২০০°K, আর হ্যালোজেনের কেলভিন টেম্পারেচার ৩৪০০°K, আবার 'এইচ. এম. আই' লাইটের কেলভিন টেম্পারেচার ৫৬০০°K।

বাদল ঃ তার মানে 'ডে লাইটের'-এর কেলভিন টেম্পারেচর ৫৬০০°K ?

অনীক ঃ ঠিক বলেছেন । তবে, সব সময় এক থাকে না । সকাল-সন্ধেতে কমে আবার দুপুরে বাড়ে । বাদলের মুখ । ও কি যেন উপলব্ধি করেছে । বাদল বলে—

বাদল ঃ আচ্ছা দাদা, ডে-লাইটে আমরা যখন সুটিং করি, তখন ক্যামেরায় '৮৫ ফিল্টার' লাগায় কেন ? এবার অনীকের অবাক মুখ । অনীক বলে—

অনীক ঃ যদি আমরা 'ডে লাইট টাইপ ফিল্ম' মানে, যে ফিল্মগুলির ৫৬০০°K টেম্পারেচার লাইট ব্যালেন্স করে তৈরী, সেগুলি দিয়ে সুটিং করতাম, তাহলে ক্যামেরায় '৮৫ ফিলটার' লাগাতাম না । কিন্তু আমরা যদি ৩২০০K° টেম্পারেচার লাইট ব্যালেন্স ফিল্ম দিয়ে ডে-লাইটে স্যুটিং করি, তবে ক্যামেরায় '৮৫ ফিলটার' লাগাতে হবে । তা না হলে 'কালার কাস্ট' এসে যাবে ।

বাদল ঃ তার মানে, ৮৫ ফিলটার ৫৬০০°K-কে ৩২০০°K করে ফিল্মের সঙ্গে ব্যালেন্স করে দিচ্ছে ।

অনীক ঃ আপনার বেশ কৌতূহল আছে তো । দা(ণ আইকিউ—সব কিছু চট করে ধরে ফেলেন ।

বাদল ঃ আমাদের তো কেউ বলে না, শেখায় না । আপনার কাছ থেকে একটা ভাল জিনিস শিখলাম, দাদা ।

অনীক ঃ আপনার কাছ থেকেও তো আমি অনেক কিছু শিখলাম ।

দৃশ্যটা আস্তে আস্তে খুব আলোকিত হয়ে যাচ্ছে । ওরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে পরস্পর। নেপথ্যে 'আলো আমার আলো ওগো' রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর বাজছে বাঁশিতে। ...

দিন । স্টুডিও । অমলেন্দুর ফ্লোর ।

উমাপতির ঘর, উমাপতি আর মাধবী পাশাপাশি বসে কথা বলছে ।

বীরেশ ঃ অল লাইটস (নেপথ্যে)

লাইট বোর্ডে অপারেটর সব সুইচগুলি চটপট অন করে দিলো ।

কমলেন্দু ঃ সাইলেন্স—স্টার্ট সাউন্ড (নেপথ্যে) ।

সাউন্ড রেকর্ডিস্ট মেসিন অন করে বলে—

সাউন্ড রেকর্ডিস্টঃ ক্যামেরা—

রণেন ঃ (ক্যামেরা অন করে বলে) রানিং

অমলেন্দু ঃ অ্যাকশান (নেপথ্যে)

উমাপতি ঃ আমাদের মুখে চুনকালি দিয়ে তো বেরিয়ে গেল । এক একটা নাচের ড্রেস করতে ২৫০০/- থেকে ৩০০০/- টাকা খরচ । পারবে ? আজকালকার বাজারে সংসার চালাতে মুখ দিয়ে রক্ত(উঠে যাবে । এটা একটা সিলেকশন হল মাধু ।

মাধবী ঃ শুনেছি ছেলেটা সুন্দর দেখতে । গানের গলাও নাকি দা(ণ । থাক গিয়ে, ওর ব্যাপার, ও বুঝবে । যার যা ভাগ্য । (মোটরের আওয়াজ নেপথ্যে)। ওই, এসে গেছে ।

মাধবী যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায় । উমাপতি ওকে হাত দিয়ে বারণ করে নিজে উঠে এগিয়ে আসে — ফ্রেম আউট ।

অমলেন্দু ঃ কাট । (নেপথ্যে) ।

মাধবী আগের জায়গায় বসে কাপড় সেলাই করছে আগের মত । উমাপতি বিরক্ত(হয়ে ঘরে ঢুকে বলতে বলতে আসে—

উমাপতি ঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ—

মাধবী ঃ কী হলো ?

উমাপতি ঃ কী নির্লজ্জ, কী বেহায়া—এখনো বিয়ে হয়নি । ছেলেটার হাতটা একেবারে (ইতস্তত করে) বুকে করে নিয়ে আসছে । মেয়েটার এত অধঃপতন হয়েছে ?

উমাপতির কথা শুনে মাধবী হাসে মাথা নীচু করে ।

অমলেন্দু ঃ কাট (নেপথ্যে) ।

রমা, উমাপতি-মাধবীর মেয়ে মাথা নীচু করে চুপচাপ বসে আছে নিজের ঘরে ।

উমাপতি ঃ (নেপথ্যে) শোন, তোর ভালর জন্যই বলছি—আমাদের একটা বংশ-মর্যাদা আছে,—একটা ঐতিহ্য আছে । তাছাড়া তোর নিজের একটা ক্যারিয়ার আছে । সম্মান আছে । ওরে আজকালকার যুগে আমার মত একটা লিবারেল বাবা খুঁজে বার করতে পারবি ? আমাদের কথা না হয় বাদ দিলাম । তোর নিজের কথা ভাববি না একবার ?

রমা আস্তে আস্তে মাথা তুলে বলে—

রমা ঃ কেন ? আমি কী করেছি ?

পর্দা জুড়ে রমার মুখ ।

অমলেন্দু ঃ কাট (নেপথ্যে) ।

নিজের ঘরে চেয়ারে বসে উমাপতি পরিচালকের কথা শুনছে।

অমলেন্দু ঃ (নেপথ্যে) শুনুন, সত্যদা, আপনি টেবিলে চাপড় মেরে বলবেন । মানে,... ফিউডাল ব্যাপারটাতো আপনার মধ্যে আছে । একমাত্র ঠাকুরপরিবার ছাড়া তো তেমন ভাবে মেয়েদের কেউ দেখেনি । 'ও কে ?'

সত্যদা মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দেয়, এবং শু(করে—

উমাপতি ঃ কে করেছে ? ঘরের মধ্যে যত কু-প্রশ্রয় তুমি দাও নি ? আমার একটা মাত্র মেয়ে । তাও তুমি মানুষ করতে পারলে না ?

অমলেন্দু ঃ কাট । বাবু, রূপা কেমন হয়েছে (নেপথ্যে) ।

অনেকের মধ্যে বসে রূপা সুটিং দেখছে । ঘাড় কাত করে সম্মতি জানায় । মিড থেকে বিগ ক্লোজশট ।

বীরেশ ঃ দিদিমণি, আজ এত চুপচাপ কেন ?

অমলেন্দু ঃ দিদিমণি এবার স্ি(প্টে হাত লাগিয়েছে । গান লিখছে ।

অনীকের মুখ ।

অমলেন্দু ঃ 'প্যাক আপ'—নেপথ্যে । **—কাট !**

ফ্ল্যাশব্যাক ।

সন্ধ্যা । অদীপ রায়ের বাড়ি ।

অদীপ রায়, বৌদি, কমলেন্দুবাবু চা খাচ্ছে । ডোর বেল বাজে । রাজকন্যা এসে দরজা খুলে দেয় । অনীক ঢুকলে রাজকন্য দরজা বন্ধ করে চলে যায় । অনীক চটি খুলে দাঁড়ায় ।

বৌদি ঃ অনীক এসো ।

অনীক ওদের কাছে গিয়ে বসে ।

অদীপ ঃ অনীক, আলাপ করিয়ে দিই, ইনি কমলেন্দু রায় । কমলেন্দুদা, অনীক, ও ছবি তোলে ।

অনীকও কমলেন্দুবাবু দুজনেই প্রতি নমস্কার করে হাসে ।

অনীক ঃ আপনার লেখা আমি পড়েছি ।

কমলেন্দু ঃ কোথায় ?

অনীক ঃ স্বপ্ন নির্ঝরে । ভাল লেগেছে ।

কমলেন্দু ঃ জানোতো অদীপ, আরো দু-একটা অসংগতির কথা লেখার ইচ্ছা ছিল ।

অদীপ রায় হাসে ।

অনীক ঃ লিখলেন না কেন ?

কমলেন্দু ঃ লেখা যেতো, কিন্তু মৃণালদা খুব রেগে যান । কাছাকাছি থাকি । মুখ দেখাদেখি—একটু হাসে ।

অনীক ঃ অমলেন্দুবাবু আমাদের ক্লাবে গিয়েছিলেন ।

কমলেন্দু ঃ কোথায় ?

অনীক ঃ খড়দহ সিনে ক্লাব ।

অদীপ ঃ তোমরা 'সত্যতদন্ত' দেখালে ?

অনীক ঃ হ্যাঁ । অমলেন্দুবাবু খুব সুন্দর বলতে পারেন । ছবির আগে বললেন ।

অদীপ ঃ কী বললো ?

অনীক ঃ এই ছবি করা নিয়ে । সেনসার নিয়ে । কত কষ্ট করে ছবি করেছেন, 'পথের পাঁচালী'র মত । গহনা-টহনা বন্ধক, বিক্রি(করে—

বৌদি ঃ সত্যি, ওকে তো ওরকম দেখতে । স্কুলমাস্টারী করতো, বউটা কত মিষ্টি, ওর বড় হবার পিছনে মেয়েটার অবদান আছে । অন্য মেয়ে হলে—

কমলেন্দু ঃ সত্যি, অনেক সহ্য করেছে । আমরা তো তেমন হেল্প করতে পারিনি ।

অনীক ঃ ছবিটা আপনার কেমন লেগেছে ?

অদীপ ঃ অনীক, তুমি কমলেন্দুদাকে জিজ্ঞাসা করছো কেন ?

বৌদি ঃ কী হয়েছে ? দাদাতো—

কমলেন্দু ঃ প্রথম ছবি হিসাবে যথেষ্ট ভালো । তবে, কতকগুলি জায়গায় ডাইলেকটের একটু গন্ডগোল আছে ।

বৌদি ঃ অনীক, তুমি চা-টা কিছু খাবে ? তোমারে তো আবার—

অনীক ঃ না বৌদি । আমি উঠবো । আজ একটু তাড়া আছে । অজয়ের কাছে যাবো । আসছি ।

অনীক ঘর থেকে বেরিয়ে যায় । **—কাট ।**

সন্ধ্যা । অজয় পালের 'ফোটোগ্রাফি পত্রিকা'র অফিস ।

অফিসের দেওয়ালের উপর ক্যামেরা ঘুরছে । ফোটোগ্রাফি পত্রিকার বিভিন্ন রিভিউ দেওয়ালে সাঁটা । অনীক আর সুজিৎ বসে আছে । একটু পর ফোটোগ্রাফি পত্রিকার সম্পাদক অজয় পাল আসে হাতে দুটো ধূপ কাঠি নিয়ে । রামকৃষে(র ছবিতে কাঠি দুটো গুঁজে দেয় । কিছু(ণ মৌন থাকে ।

অজয় ঃ কেমন আছেন অনীকদা ?

অনীক ঃ ভাল । তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই । আমার বন্ধু সুজিৎ, তোমার কথা আগেই বলেছি ।

সুজিৎ আর অজয় নমস্কার বিনিময় করে ।

অজয় ঃ আপনার লেখা-টেখা আর বের হলো ?

অনীক ঃ 'চলচ্চিন্তা'তে দুটো বেরিয়েছে ।

অজয় ঃ তাই নাকি ! পাইনি তো । আজকাল 'পতিরামে' আসছে না । আগে তো নিয়মিত আসতো ।

অনীক ঃ তোমার অমলেন্দুবাবুর সা(াৎকারটা তো 'সিনেমা ভাবনায়' বেরিয়েছে । ওরা তো 'বরফ ঘর' দেখালো। ধীমানদা, বিজনদা, প্রলয়দা গেছিলো শুনলাম ।

অজয় ঃ অমলেন্দুবাবু তো আবার ছবি করছে—

অনীক ঃ তাই নাকি ?

অজয় ঃ কাগজে দেখেননি ? রূপা সহকারী পরিচালক । ওকে বিয়ে করেছে ।

অনীক ঃ কে রূপা ?

অজয় ঃ প্রকল্পের নায়িকা, কবি অ(ণ চক্র(বর্তীর মেয়ে । ওর ভাই আমার সঙ্গে পড়তো । আগের বউটা খুব

সুন্দরী ছিল—আমিতো ছবি তুলতে গিয়েছিলাম । অমলেন্দুবাবু বলেছিল—কী গো আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছ কেন ? ফ্রেমে ঢুকবে নাকি ? ঢুকবে তো ঢুকে পড় ।

অনীক ঃ আমি ব্যাপারটা জানতাম না । আজ উঠি । ওর সঙ্গে আবার কুমারটুলিতে যেতে হবে । ভাবলাম, তোমার সঙ্গে একটু দেখা করে যাই ।

অজয় ঃ শুত্র(বার সন্ধেবেলা এদিকে এলে, চলে আসবেন । শুত্র(বার আমি ফ্রী ।

অনীক ঃ সে তো নোটিশেই দেখতে পাচ্ছি ।

ফোটোগ্রাফি পত্রিকার নোটিশ বোর্ড । **—কাট ।**

ফ্ল্যাশব্যাক শেষ ।

দিন । স্টুডিওর ডার্ক(মে ।

অনীক রণেনবাবুর কাছে ক্যামেরা, লেন্স, ফিল্ম, ম্যাগাজিন লোড-আনলোড, থ্রেডিং করা ইত্যাদি হাতে কলমে শিখে নিচ্ছে সুটিং শু(র আগে ডার্ক(মে বসে ।

দিন। স্টুডিও । অমলেন্দুবাবুর ফ্লোর ।

জ্যোতিষদা ওনার দুটো 'নিকন ক্যামেরা' পরিষ্কার করছে । এমন সময় অনীক এসে বলে—

অনীক ঃ জ্যোতিষদা, আপনি আর কোন ছবিতে কাজ করেছেন ?

জ্যোতিষ ঃ আমি তো 'সিনে-স্টীল' তুলি না, এটাই আমার প্রথম ছবি । সেদিন রাতে অমলেন্দু গিয়ে এমন চেপে ধরল...

অনীক ঃ আপনি তো অ্যাডের ছবি তোলেন ?

জ্যোতিষ ঃ অনেক, অনেক তুলেছি ।

অনীক ঃ আপনি পিকটোরিয়াল ছবি করেন না ?

জ্যোতিষ ঃ অনেক করেছি । বহু পুরস্কার পেয়েছি । মানিকদা আমার ছবি খুব পছন্দ করতেন । অনেকবার আমাকে পুরস্কার দিয়েছেন । উনি জুরি হলে আমি একটা না একটা পুরস্কার পাবোই ।

অনীক ঃ আচ্ছা, অনেকদিন আগে টেলিগ্রাফে আপনার তোলা কাতিঅর ব্রেসোঁর একটা ছবি দেখেছিলাম । এটা কীভাবে সম্ভব হলো ? শুনেছি, উনি কাউকে ছবি তুলতে দেন না সবাই চিনে ফেলবে বলে । উনার ক্যানডিড ছবি তুলতে অসুবিধা হবে—

জ্যোতিষ ঃ হঠাৎ একদিন সুরেশ নেওটিয়া ফোন করল ক্যামেরাটা নিয়ে ওর বাড়ি যেতে । ক্যামেরায় মাত্র তিনটে ফিল্ম ছিল । সুরেশবাবুর বাড়ি গিয়ে তো 'থ' । সুরেশবাবু বললেন, ছবি তুলুন । ব্রেসোঁ তখন উঠে এমন একটা জায়গায় দাঁড়ালেন, কী বলবো—একদম শিলুয়েট । ছবি তুললাম । তিনটেই ভাল হয়েছিল। ব্রেসোঁকে পাঠিয়েছি।

অনীক ঃ আপনার স্টুডিওতে গেলে ছবিগুলি দেখাবেন ?

জ্যোতিষ ঃ নিশ্চয় । কেন দেখাবো না ? তবে, একটা ফোন করে যাবেন ।

অনীক ঃ আচ্ছা, আমি একদিন যাব । এখন আমি—

জ্যোতিষ ঃ আসুন । **—কাট।**

দিন । অমলেন্দুবাবুর ফ্লোর ।

উমাপতির ঘর । মাধবী চেয়ারে বসে উল বুনছে রূপার সঙ্গে কথা বলতে বলতে । মেজদি এগিয়ে আসে ।

মাধবী ঃ আসুন, আসুন । আজ এত দেরী কেন ?

মেজদি ঃ রোজ রোজ আসা মুশকিল । জানেন, আমি সুটিং-এ আসি না । আপনাকেই দেখতে আসি । আপনি তো এই লাইনে অনেকটা এগিয়ে আছেন । আগের সুটিং-এ একদিনও আসি নি ।

মাধবী লজ্জিত প্রশংসা শুনে ।

মাধবী ঃ একটু মশলা খাবেন ?

মেজদি ঃ দিন ।

মাধবী মশলা দিয়ে বলে—

মাধবী ঃ কী কথা হচ্ছিল যেন রূপা ? ও, মিমির কথা । ও তো ছোটবেলায় খুব হুড়োহুড়ি করতো । একবার জানো, আমার ননদরা সব এসেছিল—তা, অতো তো খাট নেই । আমরা সবাই মেঝেতে শুয়েছি । এক এক করে । পর পর । তাই দেখে মিমি বললো—মা, তুমি কেন পাথরে শুয়েছ ? (সবাই হাসে) আর একটা কথা খুব বলতো, জানো, ওতো এইটুকু ভাত খায় । আর আমি খাই এতটা । তাই ও বলতো—'মা, মা, তুমি অতো ভাত খাবে না । পেট ফেটে যাবে ।' আসলে জানো, ভাত খেতে তো আমার দেরী হতো, ওকে কোলে নিতে পারতাম না । তাই আর কী—

মেজদি ঃ সত্যি, বাচ্চাদের ব্যাপারগুলি না—এই দেখুন, একবার অমলের ছেলে (সঙ্গে সঙ্গে রূপা অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় চট করে ।) কী একটা ভেঙ্গে ফেলেছে । ...এবার তো মা'র কাছে মার খাবে । তাই জিনিসটা জামার তলায় লুকিয়ে অমলের কাছে নিয়ে এসে বলছে—'বাবা, বাবা, তুমি এটা 'গেরাকল' দিয়ে লাগিয়ে দাও না । মামনি বকবে আমাকে ।'

মাধবী, মেজদি হাসে । রূপা নীরব । **—কাট !**

রাত্রি । স্টুডিও । রমার ঘর ।

উমাপতি এসে রমার ছবির সামনে দাঁড়ায় । গা থেকে শাল খুলে যায় । একটু পরে শাল তুলে ঠিক করে গায়ে দিতে গিয়ে রমার ঘুঙুরে লেগে শব্দ হয় ।**—কাট ।**

উমাপতি আর মাধবী দাঁড়িয়ে। ব্যাক টু ক্যামেরা । সামনে দীপক ও রমা চেয়ারে বসে ।**—কাট ।**

রমা ভরত নাট্যম নাচছে । ছোট থেকে বড় হয় ।

বাবা-মার সঙ্গে দীপককে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে।—কাট ।

রমা ঃ বাবা-দীপক ।

অন্ধ দীপক উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানায় ।

উমাপতি আর মাধবী সহ্য করতে পারে না । দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে যায় ।**—কাট ।**

রমার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে উমাপতি বলছে—

উমাপতি ঃ কেন হয় ? কেন ? লেখাপড়া, সভ্যতা, সব মিথ্যা ? বংশ মর্যাদা ? ঐতিহ্য মিথ্যা ? স্নেহ-ভালোবাসা, সম্পর্ক মিথ্যা ? রক্ত(! রক্ত(ও বি(াসঘাতকতা করে ? সব শূন্য, সব ফাঁকা । মা, মাগো। মা, কেন এমন করলি মা ?

হু হু করে কাঁদতে থাকে । এক সময় ঘুঙুরগুলির উপর হাত রেখে আস্তে আস্তে বসে পড়ে।

অমলেন্দুবাবু ক্যামেরার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে । নেপথ্যে উমাপতির কান্না ।

অমলেন্দু ঃ কাট ।

অমলেন্দুবাবুকে উদ্‌ভ্রান্ত মনে হয় । কোথায় যেন একটা বাচ্চা মেয়ে কাঁদছে । ফ্লোরের লোকজনের অবাক মুখের উপর দিয়ে ক্যামেরা ঘুরে যায় । উমাপতি, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় কেঁদেই চলেছেন । উঠছেন না । উনি যেন সত্যি সত্যি কাঁদছেন। অমলেন্দুবাবু সবাইকে ইশারা করে চুপ করে থাকত । বীরেশবাবুকে চুপি চুপি বলে—

অমলেন্দু ঃ কয়েকদিন আগে উনার শাশুড়ী মারা গেছেন ।**—কাট ।**

সাদা ফ্রেমের তলা থেকে রমার মুখ ভেসে আসে । চোখ দিয়ে জল পড়ছে । ত্র(মে দেখা যায় রমা নিজের ঘরে বসে আছে । পেছনে একটা বড় মেয়ে পুতুল । নেপথ্যে বাচ্চার একই কান্না । রমা দীর্ঘ(াস ফেলে । দৃশ্যটা ত্র(মে 'বিগ

ক্লোজ' হয়ে একেবারে আউট ফোকাস হয়ে যায় । তার উপর নাচের ঘুঙুর শোনা যায় ।

অমলেন্দু ঃ লাঞ্চব্রেক (নেপথ্যে) ।**—কাট ।**

দিন । অমলেন্দুবাবুর ফ্লোর ।

'লাঞ্চ ব্রেক' হয়েছে । অনীক, প্রবীরবাবুর কাছে এগিয়ে গিয়ে বলে, পাশে বাদল সরকারও আছে ।

অনীক ঃ প্রবীরদা, একটু 'এক্সপোজার মিটার' রিডিং শিখিয়ে দিন না ।

প্রবীর ঃ আরে এটা এমন কিছু না । এটা 'সিকনিক ঃ L-398' মিটার, প্রথমে 'আই. এস. ওটা' সেট করতে হবে। মানে, তুই কোন্ ফিল্মে স্পিডে কাজ করছিস । এই যে এইটা ঘুরিয়ে 'আই. এস. ও.' সেট করে—ঠিক আছে ? এটা 'আই. এস. ও.' কাউন্টার । '১০০ আই. এস. ও.', এবার এই নবটা চেপে লাইটে ধরলে এই কাঁটাটা রিডিং দেবে । নবটা ছেড়ে দিলেই কাঁটাটাও থেমে যাবে 'ফুট-ক্যান্ডেল' কাউন্টারে। তার মানে, তুই কত 'ফুট ক্যান্ডেল' পেয়ে গেলি—ব্যাস । এইবার এই দেখ, একটা 'নরম্যাল'—আর একটা 'হাই লাইট স্লাইড' মার্ক আছে । বলতো, কত 'ফুট ক্যান্ডেল' হয়েছে?

অনীক ঃ ১২০ ফুট ক্যান্ডেল।

প্রবীর ঃ ১২০ ফুট ক্যান্ডেল তো ? এই ১২০ ফুট ক্যান্ডেল 'নরম্যাল' মার্কে । ঠিক আছে ? বলতো মুভি ক্যামেরা কত 'সাটার স্পিড', কত 'ফ্রেমে' চলে ?

অনীক ঃ সাধারণত সেকেণ্ডে ১/৪৮ অথবা ১/৫০ বার সাটার স্পিড আর ২৪ ফ্রেমে চলে ।

প্রবীর ঃ ২৪ ফ্রেমে, বেশ । আচ্ছা, এখানে ২৪ ফ্রেমে যে লাল দাগটা আছে, সেখানে কত সাটার স্পিড, কত অ্যাপার্চার পাচ্ছি ?

অনীক ঃ ১/৫০ সেঃ সাটার স্পিড, ২৪ ফ্রেমে 'এফ / ২.৮' অ্যাপার্চার পাচ্ছি ।

প্রবীর ঃ হয়েছে ? শিখেছিস, বাঃ । শোন—এটা 'ফুট ক্যান্ডেলারের' ঘর । এটা 'অ্যাপার্চারের' ঘর । এটা সাটার স্পিডের ঘর । এটা 'ফ্রেমের' ঘর । আর এই দুটো 'নরম্যাল' আর 'হাইলাইট' স্লাইড মার্ক । আর এইটা 'আই. এস. ও.'-এর ঘর—প্রথমে 'আই. এস. ও.' সেট করতে হবে, তারপর লাইট রিডিং নিতে হবে, তারপর 'ফুট ক্যান্ডেল স্কেলে' মেলাতে হবে, তারপর ১/৫০ সেঃ সাটার স্পিডে, ২৪ ফ্রেমে দেখতে হবে কত অ্যাপার্চার হচ্ছে ।

অনীক ঃ 'হাই লাইট' স্লাইড ব্যাপারটা কী ?

প্রবীর ঃ ফিল্টার বুঝিস ?

অনীক সম্মতি জানায় ।

প্রবীর ঃ 'হাইলাইট স্লাইড'-কে তুই এক রকম ফিল্টার বলতে পারিস—'এন ডি' । তবে লেন্সের সামনে লাগালে কিন্তু ছবি উঠবে না । (সবাই হেসে দেয়) । সানলাইটের ইনটেনসিটি এত বেশী যে, এই মিটার রিডিং কাঁটা 'ফুট ক্যান্ডেল স্কেল' ছাড়িয়ে যাবে । তাই 'আউটডোর রিডিং' নেবার সময় 'হাইলাইট' স্লাইডটা এখানে গুঁজে দিয়ে রিডিং নিতে হবে । ফুট ক্যান্ডেল রিডিং-টাও 'হাই' মার্কের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতে হবে । ঠিক আছে ?

অনীক ঃ আচ্ছা, এটা তো ইনসিডেনটাল লাইট মিটার ?

প্রবীর ঃ হ্যাঁ, তবে, 'লাইট স্পেয়ার গ্রীড' লাগিয়ে 'রিফ্লেকটেড লাইট রিডিং'-ও নেওয়া যায় ।

অনীক ঃ সেটা কেমন ?

প্রবীর ঃ খিদে পেয়েছে ? একদিনে কিন্তু হজম হবে না । 'লাঞ্চ ব্রেক' শেষ হতে চললো ।

অনীক ঃ দুঃখিত, চলুন । ধন্যবাদ ।

এই দৃশ্যের ফাঁকে ফাঁকে লাঞ্চের বিভিন্ন শট দেখানো হবে ।**—কাট ।**

দিন । অল ইণ্ডিয়া সিনেমাটোগ্রাফারস অ্যাসোসিয়েশনের অফিস ।

অফিসের একটু দূরে অনেক ছেলেদের সঙ্গে কথা বলছেন কমল দত্ত । অফিসের মধ্যে অবজার্ভার নির্বাচনের পরী(া হচ্ছে । ইন্টারভিউ । অফিসের চেয়ারে অমর গুপ্ত, সন্দীপ রায়, রঞ্জন দাশগুপ্ত বসে আছেন । অফিসে ঢুকে সবাইকে নমস্কার জানিয়ে চেয়ারে বসে অনীক ।

অমর ঃ আপনি ফোটোগ্রাফি জানেন ?

অনীক ঃ হ্যাঁ ।

অমর ঃ আচ্ছা, স্টীল আর মুভির মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

অনীক ঃ স্টীল বাস্তবের গতিময় মুহূর্তের স্থির চিত্ররূপ দেয়, আর মুভি বাস্তবকে তুলে ধরে ।

রঞ্জন ঃ অ্যাপার্চার আর ডায়া কি এক ?

অনীক ঃ হ্যাঁ । এই রকম ভাষায় বলা হয় ।

সন্দীপ ঃ ক্যামেরার প্রধান অংশ কোনটা ?

অনীক ঃ লেন্স ।

সন্দীপ ঃ আপনিতো ফোটোগ্রাফি শিখেছেন অনেক দিন হলো । এত দেরী করে এখানে এলেন কেন ?

অনীক ঃ আসলে আমি ঠিক সময় এসেছিলাম, আপনারাই দেরী করে দিলেন ।

রঞ্জন ঃ কী রকম ?

অনীক ঃ আমি একাশি (১৯৮১) সালে আবেদন করেছিলাম । তৎকালীন সম্পাদক সংকোচবাবু আমাকে আজ আসুন—কাল আসুন...দু'বছর ঘোরাঘুরি করেও কোন উত্তর পেলাম না কেন বুঝতে পারলাম না । একরকম হতাশ হয়ে গেছিলাম । হঠাৎ সেদিন এখান দিয়ে যাচ্ছি, আপনাদের নতুন অফিস দেখে আবার যোগাযোগ করে আবেদন করলাম—আট বছর পর ।

অমর ঃ কার সঙ্গে কাজ করবেন কিছু ঠিক করেছেন ?

অনীক ঃ দেখুন, আমার সঙ্গে কারও তেমন আলাপ নেই । এখানে বীরেশবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে ।

এমন সময় কমল দত্ত ঘরে ঢুকে বলে—

কমল দত্ত ঃ ও বীরেশের সঙ্গে আছে ।

সন্দীপ ঃ কার্ড পেলেও তো আপনি হতাশ হতে পারেন ? আপনার ভাল না লাগতে পারে ?

অনীক ঃ না । কার্ড পেলে কাজের মধ্যে থাকব । প্রতিদিন নতুন অনুভূতি, নতুন সমস্যা আমাকে উৎসাহিত করবে । সেই উৎসাহই আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে । **—কাট ।**

অনীকের অবজার্ভার কার্ড । অনীকের ছবির মধ্যে অনীকের মুখ । দু'চোখে রাগ । ক্র(মে দু'চোখ জলে ভরে যায় । মিক্স মেম্বারশিপ কার্ড । নেপথ্যে কোকিল ডাকছে । সুদূরের বাঁশি । চরৈবেতি । 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলোরে' বাঁশির সুরে বাজে । পর্দা সাদা হয়ে যায় **...**

সকাল এগারোটা । চাঁদমারী স্পোর্টিং ইউনিয়ন ।

অনেক ছেলেদের মধ্যে বসে অনীক খবরের কাগজ পড়ছে । একটা ফোন আসে । শংকর ফোনটা ধরে ।

শংকর ঃ হ্যালো—অনীকদা, আপনার ফোন ।

অনীক ফোনটা ধরে বলে—

অনীক ঃ হ্যালো ?

রতন ঃ অনীক ?

অনীক ঃ হ্যাঁ, বলুন রতনদা । আপনার শরীর কেমন আছে ?

রতন ঃ ভাল, এখন ভাল আছি । একটু নিয়ম-কানুন মানতে হচ্ছে । বুঝতেই পারছ, আচ্ছা, তোমার ব্যাপারটা

কী বল তো ?

অনীক ঃ কোন ব্যাপার বলুন তো ?

রতন ঃ তুমি নাকি সভাপতিকে মিথ্যাবাদী বলেছ ? আরে, আমি তো এসব কিছুই জানিনা । কাল তোমাদের অ্যাসোসিয়েশনে একটু ঢুকেছিলাম । ওরা বলাবলি করছিল—আমি কালকেই জানলাম ।

অনীক ঃ কে কে ছিল ?

রতন ঃ পিন্টু দত্ত, বাসু দত্ত, শান্তি নাগ আর সুবীর ।

অনীক ঃ আপনাকে কে কী বলেছে বা আপনি কী শুনেছেন আমি জানিনা না ।

রতন ঃ হ্যাঁ । তোমার মুখ থেকে শুনি । অনেকদিন তো হয়ে গেল । চিনিতো সবাইকে । বল ।**—কাট । ফ্ল্যাশব্যাক ।**

বিকাল । অল ইণ্ডিয়া সিনেমাটোগ্রাফারস অ্যাসোসিয়েশন ।

ঘরে পিন্টু দত্ত, বাসু দত্ত, কুমার বোস, আর অনীক বসে আছে । অনীক আর কুমার বোস প্রুফ দেখছে । পিন্টু দত্ত পাইপ আর বাসু দত্ত বিড়ি খাচ্ছে ।

অনীক ঃ এই দেখুন কুমারদা, কালকে অত করে লিখে দিলাম—আপনার মত করে, কিন্তু ঠিক করেনি । দেখুন, কী করি বলুন তো ? এই ভাবে তো কাজ করা যাচ্ছে না ।
কুমারদা পৃষ্ঠাটা দেখে বলে—

কুমার ঃ আবার লিখে দাও । আর কী করবে !

অনীক ঃ এইভাবে কতবার লিখে দেবো ?

পিন্টু ঃ শোন, ওরা বোধহয় বুঝতে পারছে না । তুমি নিজে গিয়ে দেখিয়ে দিয়ে এসো ।

অনীক ঃ কতবার যাবো ? আট-দশবার গেছি । যখন যাই, দেখিয়ে দিই । ঠিক বুঝতে পারে । এমন কী আমি বলি—আমার সামনে কম্পোজ ক(ন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি । ওরা কিছুতেই আমার সামনে কম্পোজ করবে না । শুধু বলে, এখন মেশিনে অন্য কাজ চলছে । আমার মনে হয় ওরা ইচ্ছা করে ভুল করছে, কোন ব্যাপার আছে এর পিছনে—

বাসু ঃ তোমাকে তো দেখছি শুধু অভিযোগ করেই চলেছো রোজ । কাজ তো কিচ্ছু এগোচ্ছে না । শুধু অভিযোগ করলে তো কাজ এগোবে না । নিজেকে দায়িত্ব নিতে হবে—তুমি দায়িত্ব নিয়ে করতে পারবে ?

অনীক ঃ কেন পারব না ? সিনেমার শতবর্ষে করিনি ?

পিন্টু ঃ ওটা পূর্ণেন্দুর একার ব্যাপার ছিল ।

অনীক ঃ মানে ! অনুষ্ঠানের দিনতো সবাই সেজেগুজেই এসেছিল, মিষ্টিও খেয়েছে সবাই চেটেপুটে । যদি সত্যি সত্যি ওটা পূর্ণেন্দুদার একার ব্যাপার হয়, তবে উনি একা যত টাকা অ্যাসোসিয়েশনে তুলে দিয়েছেন সেটা তো আমাদের সবার লজ্জার ব্যাপার ? আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, অনুষ্ঠানকে পূর্ণেন্দুদার একার ব্যাপার বললেন কী করে আপনি ?

বাসু ঃ তুমি কোথা থেকে করবে ?

অনীক ঃ কেন, পিন্টুদার কথা মত যেখান থেকে করে পিন্টুদাকে দেখিয়েছি । আমার বাড়ির কাছেই । ওদের রেটও কম । আমি বুঝতে পারছি না আপনারা বেশী রেটে কেন কাজটা দিলেন !

বাসু ঃ বারাকপুর তো এখান থেকে অনেক দূরে । তুমি না এলে যোগাযোগ করা কোন মতেই সম্ভব না ।

অনীক ঃ আমি যখন দায়িত্ব নিচ্ছি, আসবো না কেন ? আমি রোজ এমনিতে আসি না ? এখানেও তো প্রেসে আমাকেই যোগাযোগ করতে হচ্ছে । 'লে-আউট' তো আমিই তৈরী করেছি ।

পিন্টু ঃ তুমি তো গত সপ্তাহে কয়েকদিন আসনি ।

অনীক ঃ কয়েকদিন না । একদিন—

পিন্টু ঃ দায়িত্ব নিয়ে একদিনও আসবে না কেন ?

অনীক ঃ বা-রে ! আমার ব্যক্তি(গত কোন কাজ, সুবিধা-অসুবিধা থাকতে পারে না ?

পিন্টু ঃ তাছাড়া তোমাকে তো আগে দায়িত্ব দিয়েছিলাম । তুমি নাওনি ।

অনীক ঃ পিন্টুদা, আপনি কিন্তু বড় মিথ্যাকথা বলছেন । ভট্টাচার্যদা তো চলে গেল, আমি একজনকে সঙ্গে চেয়েছিলাম মাত্র ।

পিন্টু দত্ত উত্তেজিত ভাবে দাঁড়িয়ে বলে—

পিন্টু ঃ মিথ্যাকথা ! কাকে তুমি 'লায়ার' বলছো ? বাবার বয়সী একজনকে তুমি লায়ার বলছো, মিথ্যাবাদী বলছো ?

অনীক ঃ বা-রে ! আপনি আমাকে দায়িত্ব দিলেন না, আপনার কথামত কাজ করে দেখালাম । অথচ আপনারা বেশী রেটে কাজ দিলেন, একটু আগেও বাসুদার কাছে আমি দায়িত্ব অস্বীকার করলাম না । যেটা সত্যি, সেটা আমি বলতে পারব না ?

পিন্টু ঃ আমি মিথ্যাবাদী ? মিথ্যা কথা বলছি ! স্টুপিড কোথাকার । ইডিয়েট, অসভ্য ।

অনীক ঃ বাঃ একটু আগে পিতৃত্বের কথা বলছিলেন না ? বাবার মতই কথা বলছেন ।

পিন্টু ঃ তুমি যা খুশী বলতে পার । তোমার কথায় আমার কিছু যায় আসে না ।

এইবার অনীক দাঁড়িয়ে উত্তেজিতভাবে বলে—

অনীক ঃ আপনি মনে করছেন, আপনার কথায় আমার কিছু যায় আসে ? অদ্ভুত, যেটা অসত্য, যেটা মিথ্যা সেটা আমি বলতে পারব না ! বাবার বয়সী হলে মানুষ আর মিথ্যা কথা বলে না !

এমন সময় বাইরে থেকে তুলসীদা এসে অনীককে ধরে বসিয়ে দিতে দিতে বলে—

তুলসী ঃ বসুন, বসুন—সবাই কী বলবে ? এ(ুনি লোক জমা হয়ে যাবে । বসুন ।

অনীক ঃ আরে দেখুন না—একজন আমার নামে মিথ্যা কথা বলবে, সেটা আমি বলতে পারব না !

পিন্টু ঃ আবার ? আমি লায়ার, আমি মিথ্যাবাদী ? স্টুপিড, ইডিয়েট, অসভ্য—

অনীক ঃ দেখুন, আপনিই দেখুন—তুলসীদা ।

তুলসী ঃ আহাঃ যা হয়েছে, হয়েছে । এবার চুপ ক(ন ।

তুলসীদা অনীককে বসিয়ে দিয়ে চলে যায় । পিন্টু দত্তও বসে । থমথম করছে পরিবেশ । কিছু(ণ পর প্রুফ দেখতে দেখতে অনীক বলে—

অনীক ঃ পিন্টুদা, একটু পেনসিলটা দিন তো ।

পিন্টু ঃ তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না । অসভ্য কোথাকার স্টুপিড ।

অনীক ঃ ঠিক আছে, বলবো না ।

কুমার ঃ এটা কী করছেন পিন্টুদা । একটা সামান্য ব্যাপার । ভুল বোঝাবুঝি, এটা ঠিক হচ্ছে না । নিজেদের মধ্যে এভাবে নেবেন না ।

থমথম করছে পরিবেশ, সবাই চুপচাপ । ফেড আউট ।

রাত্রে । অনীকের ঘর । অনীক ঘুমাচ্ছে ।

নেপথ্যে ফোনের রিং হয়ে চলেছে । ফোনের রিসিভার হাতে কুমার বোস কথা বলছে ।

কুমার ঃ হ্যালো ।

অনীক ঃ আমি একটু কুমার বোসের সঙ্গে কথা বলবো ।

কুমার ঃ বলছি ।

অনীক ঃ কুমারদা আমি অনীক বলছি, আপনাকে একটা অনুরোধ করছি—আপনি একটু পিন্টুদাকে ফোন করে ওনার শরীর কেমন আছে জানবেন ! খুব উত্তেজিত হয়েছিলেন তো । হার্টের পেশেন্ট—একটা ফোন করে একটু...মানে, আমি করতাম (কিন্তু উনি যদি এত রাতে আবার উত্তেজিত হন...

কুমার ঃ ফোন না হয় করছি, আপনি না বললেও করতাম—কিন্তু ব্যাপারটা ভাল হলো ?

অনীক ঃ বি(্বাস ক(ন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না । আপনার সঙ্গে তো পিন্টুদার পরিচয় প্রায় তিরিশ/চল্লিশ বছরের । এর আগে এমন অবস্থায় নিশ্চয় দেখেননি ? অনুগ্রহ করে একটু খোঁজটা নিন । আট বছর ধরে পাশাপাশি আছি—আমাকে কত অন্তরঙ্গ কথা বলেছেন ভাবতে পারবেন না ।**—কাট ।**

দুপুর তিনটে । অল ইণ্ডিয়া সিনেমাটোগ্রাফারস অ্যসোসিয়েশন ।

পিন্টু দত্ত ও অনীক চুপচাপ বসে আছে । হঠাৎ পিন্টু দত্ত রবীন্দ্রনাথের একটা ছন্দোবদ্ধ সুরেলা কবিতা আবৃত্তি শু(করে। অনীক মুগ্ধ হয়ে শুনছে । কবিতাটা শেষ হলে পিন্টু দত্ত লাজুক হাসে । অনীক বলে—

অনীক ঃ বাঃ, আপনি যে এমন সুন্দর আবৃত্তি করতে পারেন জানতাম না তো !

পিন্টু ঃ ছোটবেলায় শিখেছিলাম ।

অনীক ঃ আজকে হঠাৎ ?

পিন্টু ঃ এই, এমনি । মাঝে মাঝে হঠাৎ ইচ্ছা করে । তখন চেপে রাখা যায় না । তোমার এমন হয় না ?

অনীক ঃ হ্যাঁ, আমার মনে হয় সবার প্রিয় জিনিসগুলো, ছোটবেলা এমন করে মাঝে মাঝে এসে হাজির হয় । উঁকি মারে । তবে, আমি আবৃত্তি করতে পারি না ।

কিছু(ণ দু'জনেই চুপচাপ । হঠাৎ পিন্টু দত্ত লাজুক হাসিহাসি মুখে বলে—

পিন্টু ঃ জান, আজকে একটা ব্যাপার হয়েছে । মাউলির সঙ্গে দেখা হলো । বিয়ের কথা বলল—

অনীক ঃ আপনি কী বললেন ?

পিন্টু ঃ দেরী হয়ে গেছে । এখন আর হয় না ।

অনীক ঃ কী ?

পিন্টু ঃ বলল একদম হয় না ? বোঝ—আমি বললাম, খুব কম, মাঝে মাঝে হয় । বলল, তাহলে আপত্তি করছ কেন ? মাঝে মাঝে চলবে । ওতো আর আমার দিদি, ভাগ্নে-ভাগ্নী, আত্মীয়-স্বজনের কথা ভাবছে না । এই বয়েসে আমি মুখ দেখাবো কী করে ?

অনীক ঃ মানিয়ে নিতে হবে ।

পিন্টু ঃ আমি ভাবছি অন্য কথা—ওতো অভিনেত্রী, ওকে তো আর ঘরে রাখতে পারব না ।

অনীক ঃ ঘরে রাখবেন কেন ? এখানেই পু(ষরা আদিম । একেই বোধ হয় বলে 'মেল ডমিনেটিং' । প্রত্যেকেরই, প্রেমিকারও ব্যক্তি(গত ব্যাপার থাকে ।

পিন্টু ঃ অভিনয় না আরও কিছু—তুমিতো আর জান না । এতদিন তো দেখলাম । গোধূলি রায়ের একঘরে ত(ণ লাহা, অন্য ঘরে বিভূতি মজুমদার বসে আছে । গোধূলি প্রযোজকের সঙ্গে কথা বলছে । তপন বাগ আমাদের বলতো, তোরা লাইট কর । আমি পার্টটা বুঝিয়ে আসি । কেউ যেন ডিসটার্ব না করে। দোতলার ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যেতো ।

অনীক ঃ সে আপনি বলতে পারেন । আপনি অনেক দেখেছেন । এই বিষয়ে আমি শিশু, জানেন, আপনি এত বলেন, কিন্তু ভদ্রমহিলাকে আমি আজও দেখিনি । হয়তো দেখেছি, কিন্তু চিনিনা । এখানে এলে একদিন দেখাবেন তো ।

পিন্টু ঃ মাউলিকে তুমি আজও দেখনি ! চেন না ?

অনীক ঃ না, তবে ওনার মেয়েদের দেখেছি, তিনজনের সঙ্গে কথাও বলেছি ।

পিন্টু ঃ কোথায় ?

অনীক ঃ ত(ণবাবুর বাড়িতে । ত(ণবাবুর সঙ্গে রেডিওতে আমার একটা শ্রুতিনাটক করার কথা হয়েছিল । ওনার বাড়ি গিয়েছিলাম ।

পিন্টু ঃ কবে ?

অনীক ঃ এই ধ(ন বছরখানেক আগে ।

পিন্টু ঃ ও, তখনতো মাউলি ত(ণকে ছেড়ে সসীমকুমারের কাছে চলে গিয়েছে ।

অনীক ঃ এখনও তো সসীমকুমারের সঙ্গেই থাকে ?

পিন্টু দত্ত ঃ হ্যাঁ । তবে, আর বোধহয় বেশীদিন থাকবে না, সসীমের তো রোজগার নেই এখন । ওর পয়সায় খায়। দেখছ না, আবার আমার কাছে আসতে চাইছে ।

অনীক ঃ সে তো আপনারও রোজগার নেই !

পিন্টু ঃ আমার বাড়ি আছে । সম্মান আছে । ওর এখন একটা স্থায়ী আশ্রয় দরকার । বয়স হয়েছে ।

অনীক ঃ বিয়েটা করে ফেলুন । ভদ্রমহিলা আপনার উপর নির্ভর করছে ।

পিন্টু ঃ বিয়ে করলে আমি নার্স মেয়েটাকেই করতাম ।

অনীক ঃ কিন্তু সেটাও তো করলেন না—

পিন্টু ঃ না, হলো না । আসলে বিয়ে করা যায় না, হয়—একদিন ওর কোয়ার্টারে গিয়ে দেখি অন্য একটা ছেলের সঙ্গে গল্প করছে হেসে হেসে, গড়াগড়ি করে । বিশ্রী ।

অনীক ঃ এতেই আপনার প্রেম চলে গেল ? প্রত্যেকের একটা ব্যক্তি(গত জীবন আছে । আপনিইতো বলেছেন একাধিক মেয়ের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক হয়েছে । প্রেম, জীবন-যাপন তো আরো গভীর কিছু ।

পিন্টু ঃ তোমার বোধ এখনও কাঁচা...কী আর করা যাবে বিয়েটা হয়ে ওঠেনি । তবে, তুমি কিন্তু মিস কোর না। তোমাকে বলছি । আমার আর একটা ভয় ছিল । ফিল্ম লাইনতো, অনিশ্চিত । রোজগারের কোন ঠিক আছে ? **—কাট ।**

আর একদিনের ঘটনা—

পিন্টু ঃ এই বাচ্চা, দুটো লাল চা দিয়ে যা তো । ভুল করিস না ।

ক্যান্টিনের বাচ্চাটা ঘরে এসে বলে—

বাচ্চা ঃ জানি, চেয়ারম্যানেরটা চিনি ছাড়া । ঠিক আছে ?

তিন জনেই হেসে দেয়।

পিন্টু ঃ ছেলেগুলো আসে বোকা হয়ে, স্টুডিওর ভাতে চালাক হয়ে যায় । শোন, লাইটিং, একটা আলাদা জিনিস। শুধু দিন-রাত করতে পারলে, রিয়্যালিজম করতে পারলে, সিনেমাটোগ্রাফি হলো না । তোমাকে ছবির মুড, গল্প অনুযায়ী লাইট করতে হবে । তুমি রোমান্টিক দৃশ্যও লো-লাইট করতে পার, যদি গল্প দাবি করে । আসল লাইটস্কীম...

এমন সময় একজন সদস্য ঘরে ঢুকলে পিন্টু দত্ত একদম চুপচাপ হয়ে যায় । অনীক বুঝতে পারে পিন্টু দত্ত অপরের সামনে মুখ খুলবে না । ক্যান্টিনের ছেলেটা দুটো লাল চা নিয়ে আসে । পিন্টু দত্ত একটা নিয়ে আর একটা অনীককে দেয়, অন্যজনকে বলে—

পিন্টু ঃ তুমি চা খাবে ?

সদস্য ঃ না, আচ্ছা পিন্টুদা, একটা 'রেট কার্ড' দিতে পারবেন ? কত লাগবে ?

পিন্টু ঃ তিন টাকা । কিন্তু এখনতো নেই । আবার জেরক্স করতে হবে । অনীক, তুমি পঞ্চাশটা জেরক্স করে

এনো তো, আজকাল অনেকেই খোঁজ করছে ।

দু'জনে চুপচাপ চা খাচ্ছে । সদস্য চলে গেলে হঠাৎ পিন্টু দত্ত অনীককে বলে।

পিন্টু ঃ অনেক সময় অনেকের কাছ থেকে আমি পাঁচ টাকাও নিয়েনি ।
তোমার পিছনে জানলা দিয়ে দেখ ।

অনীক জানলা দিয়ে এক পলক দেখে বলে—

অনীক ঃ কী ?

পিন্টু ঃ কী দেখলে ?

অনীক ঃ উল্লেখযোগ্য কিছু তো দেখতে পেলাম না । এই তো দুটো মেয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে ।**—কাট ।**

দুটো মেয়ে। একটা নীল শাড়ী পরা, স্টুডিওর রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে ।

পিন্টু ঃ (নেপথ্যে) নীল শাড়ি পরা মেয়েটাকে দেখছ ? পিছন ফিরে ।

অনীক ঃ (নেপথ্যে) হ্যাঁ, কে ?

পিন্টু ঃ (নেপথ্যে) ওর শাড়ি আর ব্লাউজের মাঝখানে কোমরে ওটা কী ?

অনীক ঃ কিছুতো দেখতে পাচ্ছি না ।

পিন্টু ঃ ওই জায়গাটা পে-ন ?

অনীক ঃ না, একটা ভাঁজ পড়েছে । আপনি ওটার কথা বলছেন ?**—কাট ।**

অল ইন্ডিয়া সিনেমাটোগ্রাফারস অ্যাসোসিয়েশনে বসে পিন্টু দত্ত ও অনীক কথা বলছে ।

পিন্টু ঃ মেয়েদের ওটা আমার ভাল লাগে না, কোমরে থাকবে পে-ন । স(, মেদহীন ।

অনীক ঃ কিন্তু ওটার তো দা(ণ ব্যাখ্যা আছে ভরতের নাট্যশাস্ত্রে । ওটাকে বলে 'বলী' । কোন কোন মেয়েদের দুটো-তিনটেও হয় । 'ত্রিবলী' নাকি দা(ণ । আপনি প্রতিমা বেদীর নাম শুনেছেন ? অভিনেতা কবীর বেদীর স্ত্রী । অসাধারণ নৃত্য শিল্পী । বোম্বের 'সী-বীচে' উলঙ্গ হেঁটে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিলো,—জানেন না? বাড়িতে নাকি উনি নগ্ন হয়ে থাকেন ! ওনার লেখাতে ত্রিবলী সম্বন্ধে পড়েছিলাম । তবে, ত্রিবলী আমি কারও দেখিনি ।

পিন্টু ঃ আমার ভাল লাগে না । কেমন থলথলে, লোদ লোদ—

অনীক ঃ আহা, এরা তো শরীর চর্চা করে না । প্রতিমা বেদী শরীর চর্চা করে ত্রিবলী তৈরীর কথা বলেছেন—সেটা একটা অন্য জিনিস । আমার মনে হয় খুব মসৃণ, নমনীয় একটা অদ্ভুত সৌন্দর্য নৃত্যের ছন্দের মত ।

আরও একদিনের ঘটনা—

অল ইন্ডিয়া সিনেমাটোগ্রাফারস অ্যাসোসিয়েশনে বসে পিন্টু দত্ত ও অনীক কথা বলছে ।

অনীক ঃ কালকে এলেন না কেন ?

পিন্টু ঃ একটু ভাগ্নীর বাড়ি গেছিলাম ।

অনীক ঃ অনিলদা এসেছিল, আপনার কথা জিজ্ঞাসা করছিল । আপনার সঙ্গে ওনার বেশ বন্ধুত্ব, তাই না ?

পিন্টু ঃ অনেকদিনের ।

অনীক ঃ আমাকে কী বলল জানেন ? কী চরিত্রবান ছেলে, একা একা বসে আছ ? ভয় নেই, তোমার চরিত্র হরণ করব না । তোমাদের সভাপতি কোথায়?

পিন্টু ঃ ওর মুখে কিছু আটকায় না ।

অনীক ঃ একদিন আমি সত্যজিৎ রায়ের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলাম । বলল—মানিকদা বড় পরিচালক হতে পারে, তবে একটু কানেভারি । আমার নামে ওঁকে আমারই এক বন্ধু লাগিয়েছিল, সেই থেকে...একদিন

বন্ধুকে নিয়ে ওঁর বাড়িতে গিয়ে নীচ তলায় বন্ধুকে রেখে মানিকদার কাছে গিয়ে বললাম—নীচে আমার বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে ওকে ডেকে আনব ? মানিকদা কিছুতেই যখন বিশ্বাস করল না, তখন—আমি খারাপ অভিনয় করতে পারি কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে অনিল চ্যাটার্জীর চারিত্রিক দুর্বলতার কোন বদনাম নেই বলে চলে এলাম । নীচে নেমে বন্ধুকে বললাম, এই শালা এুনি আমার সামনে মানিকদাকে ফোন করে বল ।

পিন্টু ঃ অনিল পারে ।

অনীক ঃ কালকে হঠাৎ বোতলটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল এটা কী মিডিয়া বলতো ? তারপর নিজেই বলল—'ট্যান্সলুসেন' । তোমরা এটাতে জল খাও কী করে ? পেচ্ছাপ-পেচ্ছাপ মনে হয় না বোতলটা দেখে—হাসপাতালে যেমন থাকে । এটা সরিয়ে ফেল । সবার কী হাসি । আচ্ছা, অনিলদা কী সুব্রত মিত্রের সঙ্গে পড়ত কলেজে ?

পিন্টু ঃ তুমি জানলে কী করে ?

অনীক ঃ নন্দনে 'পথের পাঁচালী'র পঁচিশ বছর পূর্তি উৎসবে সুব্রতবাবুর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বলল—

পিন্টু ঃ হবে, না হলে বলবে কেন ? আমি ঠিক জানি না । তবে, ওতো সহকারী পরিচালক ছিল, পরে অভিনেতা।

অনীক ঃ একদিন সুব্রতবাবু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলাম । বলল—জিনিয়াস, ভাবা যায় না । তবে, ও যে বলে, ও প্রথম 'বাউন্স লাইট' ব্যবহার করেছে ওটা ঠিক না । ইন্ডাস্ট্রিতে ওর আগে একজন 'বাউন্স লাইট' ব্যবহার করেছে । কিন্তু কিছুতেই নামটা বলল না ।

পিন্টু ঃ আমার সামনে একদিন জিজ্ঞাসা করো তো ।

অনীক ঃ অভিনয়ের ব্যাপারটাতে তো আপনি ছিলেন ?

অনীক ঃ কী বলতো, আজকাল কিছু আর মনে থাকে না । বয়স হচ্ছে তো।

অনীক ঃ ঐ যে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, দুজন অভিনেতার মধ্যে তো অভিনয় করার সময় প্রতিযোগিতা হয়—সিনেমাতে তো কখনও কখনও এক দু'বছর পরেও সুটিং হয়, কিন্তু স্তানিসলাভস্কি যে বলেছেন অভিনয়ের কনটিনিউইটি সেটা কী করে ধরে রাখেন ?

পিন্টু ঃ কী বলেছিল ?

অনীক ঃ বলেছিল—অভিনেতাদের মধ্যে অভিনয়ের সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় । কিন্তু পরিচালকের সুযোগ একটা বড় ব্যাপার—কে পাচ্ছে সেটা দেখতে হবে । যেমন 'অমানুষ'-এর শেষ দৃশ্যটা । উত্তম তো আমাকে মেরে দিয়ে বেরিয়ে গেল । আমি যদি পরে ক্লোজশটে এ রকম করতাম, তাহলে কোথায় যেত ? কিন্তু সুযোগ তো পেলাম না ।

পিন্টু ঃ কনটিনিউইটির ব্যাপারটা কী বলল ?

অনীক ঃ প্রশ্নটা শুনে খুব খুশি হয়েছিল । বলেছিল—আজকাল নাকি কোন আলোচনা হয় না । আগে নাকি আপনারা সবাই মিলে আলোচনা করতেন যখনই কোন নতুন ছবি দেখতেন—এই ক্যান্টিনে বসেই নাকি কত আলোচনা হয়েছে । বলল, তুমি তাও প্রশ্ন করছ ! আজকাল তো কেউ জানতে চায় না । শিখতে চায় না । খুব ভাল প্রশ্ন করেছ । এই কনটিনিউইটি দিয়েই একজন বড় অভিনেতাকে চেনা যায়, দুজনের অভিনয় বিচার করা যায় । আজ তোমাকে এই প্রশ্নটার উত্তর দেব না । সময় নেই । এরপর দেখা হলে তুমি আবার এই প্রশ্নটা করবে, আমি ভুলে গেলেও করবে—অবশ্যই করবে । আমি উত্তর দেব—

পিন্টু ঃ সত্যি, আমাদের সময়ের কথা তোমরা ভাবতেই পারবে না । কী দিন ছিল !

অনীক ঃ আজকের কাগজ দেখেছেন ?

পিন্টু ঃ কী বলোতো ?

অনীক ঃ টি. ভি. তে কয়েকটা বিজ্ঞাপন দেখানোর ব্যাপারে আপত্তি উঠেছে ।

পিন্টু ঃ হ্যাঁ, পড়েছি । আমার মনে হয় একান্ত ব্যক্তি(গত বিষয়গুলো এরকম গণমাধ্যমে না প্রচার করাই উচিত। যৌনচর্চার তো একটা বয়স আছে । বাড়ির সবাই এক সঙ্গে টি. ভি. দেখে । সেদিন আমার দিদি আমাকে জিজ্ঞাসা করছে ন্যাপকিনটা দিয়ে কী করবে ?

অনীক ঃ আশ্চর্য ! আপনার দিদি শি(কা, আশির উপর বয়স ।

পিন্টু ঃ বুঝলে না ! কানে কম শোনে তো—

অনীক ঃ আপনি কী বললেন ?

পিন্টু ঃ আমি আর কী বলবো, না দেখার, না বোঝার ভান করলাম । কোনটা কোনটা কী-কী বলে চালিয়ে দিলাম।

অনীক ঃ আমার কাছে ভারি অবাক লাগছে **...**

পিন্টু ঃ দিদি আমার মা'র মত । ছোট থেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে ।

অনীক ঃ আচ্ছা, পিন্টুদা, একটু আগের দিনের কথা বলুন না । আপনারা কেমন কাজ করতেন ? স্টুডিও কেমন ছিল ?

পিন্টু ঃ সে সময় আর কোনদিন ফিরে আসবে না । আমাদের মধ্যে একটা দা(ণ ব্যাপার ছিল । এ ওর কাজ করে দিতাম । সবার কাজ নিয়ে নানা রকম আলোচনা হতো । সেই পরিবেশই আর নেই—কত মজা ছিল, প্রত্যেকে প্রত্যেককে ভালবাসত । সম্মান করতো ।

অনীক ঃ কিন্তু তখনতো একটা ঘরনা, স্কুলিং-এর মত ছিল—সেই (ে ত্রে ? তাছাড়া, আপনিইতো বলেছেন, বসরা আপনাদের ঠিকমত টাকা পয়সা দিতো না, শেখাতো না । তার জন্যই অ্যাসোসিয়েশন করেছেন। তবুও সে সময়কে ভাল বলেছেন ? আমি কিন্তু আমাদের সময়কে, এই সময়কে কোনদিন ভাল বলব না । জুনিয়রদের বলবো—আমরা, একটা অব(য়ের মধ্যে ছিলাম । চেষ্টা করছি । কতটুকু পেরেছি, কতটুকু পারিনি সেটাতো তোমরা বুঝতে পারছ । সুদিনের জন্য, সন্ততির জন্য তোমরাও চেষ্টা কর—

পিন্টু ঃ তুমি খুব স্বপ্ন দেখ, সহজ সরল । (মতা ব্যবহার কর না ।

অনীক ঃ আপনি ল(্য করছেন এখানে কারা আসে ! তাদের ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড কী। এবারের অবজার্ভারদের ল(্য ক(ন, প্রত্যেকে গ্র্যাজুয়েট, কত বয়স, আপনি মনে করছেন ওরা সিনেমাটোগ্রাফি ভালবেসে শিখতে এসেছে ? আপনাদের বয়সী যাদের দেখি, তাদের তো কোনদিন সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে শুনিনি। যাক গিয়ে, একটু লাইটিং নিয়ে বলুন—

পিন্টু দত্ত ঃ লাইটিংটা আমি যত্ন করে শিখেছিলাম । অনেকেই লাইটিং-এর জন্য আমাকে ডেকে নিয়ে যেত । অনেককে আমি পরী(া করেছি—অমলদা, তপনদা হয়ত বলল—ওখানটা একটু লাইট বেশী মনে হচ্ছে পিন্টু । আমি গিয়ে লাইটটা একটু নাড়াচাড়া করলাম, কিন্তু লাইট কমালাম না । ওরা বলল ঠিক আছে । এরকম অনেকবার হয়েছে । আসলে বসদের একটা ইগো থাকে ।

অনীক ঃ আপনি এত ভাল লাইটিং করতেন, ক্যামেরাম্যান হলেন না কেন ?

পিন্টু ঃ সবাই সবকিছু হতে পারে না । সবার সব কিছু হয় না । তবে, তপন বাগের ছবিতে আমিতো ক্যামেরা অপারেট করেছি—তখন অমলদা যায়নি । শুধু একটা দৃশ্যে প্যানটা একটু স্লিপ করে গেছিল । ক্যামেরাম্যান হবার জন্য সুযোগ দরকার—আরও অনেককিছু দরকার । শুধু ভাল কাজ জানলে হয়

না । বিয়ের মত এটাও আর হলো না আর কী !

অনীক ঃ হাঃ হাঃ হাঃ এটা দা(ণ বলেছেন । সেই তরকারীতে একটু 'ভালবাসা' দেবার মত । আপনাকে একটা ঘটনা বলি—একদিন স্টুডিওতে ঢুকে দেখি**—কাট ।**

ফ্ল্যাশব্যাক ।

বিকেল তিনটে । স্টুডিও ।

অনীক স্টুডিওর রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছে । একজন লম্বা-চওড়া ভদ্রলোক ধবধবে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবী পরে দাঁড়িয়ে আছেন । সবাই অভিনন্দন জানাচ্ছে । অনীক তুলসীদাকে জিজ্ঞাসা করে—

অনীক ঃ ভদ্রলোক কে ? কী হয়েছে ?

তুলসীদা ঃ দিব্যেন্দু চ্যাটার্জী ।

অনীক ঃ ও বুঝতে পেরেছি । প্রাইজ পেয়েছে ।

অনীক কিছু(ণ দাঁড়িয়ে দেখে । ভীড় পাতলা হলে দিব্যেন্দুবাবুর কাছে গিয়ে বলে—

অনীক ঃ নমস্কার । আমি একজন সিনেমাটোগ্রাফার । কয়েকটা কথা বলতে চাই—

দিব্যেন্দু ঃ হ্যাঁ, বলুন ।

অনীক ঃ আপনার তিনটে ছবি—আজকাল, বুধবার, টিকটিকি দেখেছি ।

দিব্যেন্দু ঃ কেমন লেগেছে ?

ত(ণ ঃ প্রথম দুটোকে আমি ছবি বলব না । বড় জোর ফিল্ম-নাটক বলতে পারি । কিন্তু আমি অবাক হয়ে গেছি 'টিকটিকি' দেখে । আমার খুব ভাল লেগেছে । অসাধারণ ফিল্ম ল্যাঙ্গুয়েজ প্রয়োগ করেছেন। আমার বি(াসই হচ্ছিল না একই লোকের তিনটে ছবি । দেখেতো আমার মনে হয়েছিল প্রথম দুটো ছবি যে করেছে সে ছবি করতে জানে না । ফিল্ম বোঝে না । সত্যি দু'টো ছবির পর এই আশ্চর্য পরিবর্তন ভাবতেই পারছি না **...**

দিব্যেন্দু ঃ 'কুঠার' ছবিটা দেখবেন । এবার ন্যাশনালে সেকেন্ড বেস্ট হয়েছে ।

অনীক ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই দেখব ।

দিব্যেন্দু ঃ অ্যাই শক্তি(, শোন । (শক্তি(বাবু কাছেই দাঁড়িয়ে আছে) দেখ, তোদের ডিপার্টমেন্টের লোক কী বলছে। একদিন আমার বাড়ীতে আসুন না—কথা বলা যাবে ।

শক্তি(বাবুর প্রতিত্রি(য়া দেখে বোঝা যায় উনি খুশী হননি ।

অনীক ঃ যাবো—নিশ্চয় যাবো ।

দিব্যেন্দু ঃ আসুন, ভি. ডি. ও ক্যাসেট 'কুঠার' দেখাবো ।

অনীক ঃ আচ্ছা, আসি, নমস্কার । আচ্ছা, আপনি যে 'টিকটিকি' ছবিতে একটা বিরাট লেজ দেখিয়েছেন, ঘুড়িতে—সেই ব্যাপারটা কী ?

দিব্যেন্দু ঃ শক্তি(দেখ, কী বলছে—আসলে আমাদের প্রত্যেকের একটা বড় লেজ থাকে । বড়—মোটা ।

অনীক ঃ হাঃ হাঃ হাঃ—আসি ।**—কাট ।**

ফ্ল্যাশব্যাক শেষ ।

পিন্টু দত্ত আর অনীক অ্যাসোসিয়েশনে বসে কথা বলছে ।

অনীক ঃ একদিন তো গেলাম দিব্যেন্দুবাবুর বাড়ি । আমার বইটা দিয়ে বললাম, আপনার ছবিতে সিনেমাটোগ্রাফার হতে চাই । বলল, 'আপনি কোন ছবিতে কাজ করেছেন ?'

অনীক ঃ একটা ডকুমেন্টারীতে একদিন কাজ করেছি ।

দিব্যেন্দু ঃ বই পড়ে তো টেকনিক্যাল কাজে ঝুঁকি নেওয়া যায় না । যদি কোন ছবিতে কাজ করতেন, আপনাকে

নিতাম । কিন্তু কীভাবে ঝুঁকি নিই বলুন তো ?

অনীক ঃ মনে মনে বললাম, ছবি তৈরীর ঝুঁকি নিতে পারছেন আর ট্রেডের একটা নতুন ছেলেকে নিয়ে কাজ করার ঝুঁকি নিতে পারছেন না ? এই আর কী...

পিন্টু দত্ত ঃ তোমার ব্যাপারটা আলাদা । তুমি তো তেমন ভাবে কাউকে অ্যাসিস্ট করনি । স্টুডিওর একটা নিয়ম আছে । ফ্লোরে কাজ করবে, পরিচালক, প্রযোজক, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা দেখবে । তোমার প্রতি বিশ্বাস, আস্থা জন্মাবে, এই ভাবেই সবাই ক্যামেরাম্যান হয় । তুমি তো তেমন ভাবে পরিচিতই হওনি। তোমাকে তো স্টুডিওর অনেকেই চেনে না ।

অনীক ঃ আপনি ঠিকই বলেছেন। এই তো, একদিন বলাইদের ফ্লোরে গেছিলাম সন্দীপের সঙ্গে দেখা করতে। তখন বলাইদা লাইটিং করছে, আমি কাছে গিয়ে দেখছিলাম। হঠাৎ বলাইদা বললেন—আপনি কে? কি দেখছেন? যান, বাইরে যান। দেখছেন না কাজ করছি? এখানে এসেছেন কেন?

আমি তো রীতিমত অবাক, অপমানিত। বলাইদা আমাকে চিনতে পারছে না ফ্লোরে! আমার সঙ্গে সন্দীপ উনাকে অনেক আগেই আলাপ করিয়ে দিয়েছে। আমরা কথা বলেছি। বলাইদা আমাকে তপনদার কথা জিজ্ঞাসা করেছে। হঠাৎ আজকে চিনতে পারছেন না!

সন্দীপ কিন্তু একটা দা(ণ ব্যাপার করেছে। বলাইদাকে বলল, ও আমার বন্ধু । আমাদের অ্যাসোসিয়েসনের মেম্বার। তপনদার সঙ্গে কাজ করে। এটা কী করলেন? যান, গিয়ে বলুন অনীককে। আপনাকে বলতেই হবে। তখন বলাইদা আমার কাছে এসে বললেন—আমি ভাই বুঝতে পারি নি, ভুল হয়ে গেছে। তুমি বলবে তো। এসো, কাজ দেখ। চা খাবে? কিছু মনে করো না।

সন্দীপও কাছে ডেকে বলল—অনীক, কিছু মনে করো না। এগুলো একধরনের আগের দিনের ভ্যানিটি। এখন চলে না, এঁরা সেটা বোঝে না। যত্তসব।

আমি তো ভাবতেই পারছি না টালিগঞ্জে এটা সম্ভব। সন্দীপ বলাইদাকে দিয়ে আমার কাছে ভুল স্বীকার করিয়েই ছাড়ল। সবার সামনে বলাইদা এটা মেনে নিল। অথচ সন্দীপ কী দা(ণ শ্রদ্ধা করে বলাইদাকে। ওদের সম্পর্কটা দা(ণ!**—কাট।**

ফ্ল্যাশব্যাক শেষ ।

চাঁদমারী স্পোর্টিং ইউনিয়ন । অনীক ফোনে কথা বলছে রতনদার সঙ্গে ।

অনীক ঃ হ্যালো, রতনদা ?

রতন ঃ শোন, অনীক । তুমি ভুল করেছ । কেন প্রতিবাদ করতে গেলে ? সুভেনিয়ার না হলে তোমার কী এসে যেত ? ওটা তো সবার কাজ, তোমার একার কাজ না । স্টুডিওর নিয়ম হলো চুপচাপ শুনে যাও, নিজের কাজ বাগাও । অ্যাসোসিয়েশন করে নিজের কেরিয়ারের (তি করো না—

অনীক ঃ কী বলব রতনদা, লবি করে বেশী রেটে সুভেনিয়রের কাজটা দিয়েছে । অ্যাসোসিয়েশনের প্রতি ভালবাসা! আমি সবচেয়ে অবাক হয়ে গেছি, বাসুদা, সুবীর আর কুমারদার ব্যবহার দেখে ।**—কাট ।**

ফ্ল্যাশব্যাক ।

তিনটে । অল ইণ্ডিয়া সিনেমাটোগ্রাফারস অ্যাসোসিয়েশনের অফিস ।

অনীক একা বসে বই পড়ছে । এমন সময় বাসুদা এসে বলে—

বাসু ঃ অনীক, তোমাকে একটা রিকোয়েস্ট করছি । খুব স্পোর্টিংলি নেবে । তোমার মধ্যে একটা বোল্ডনেস আছে । লেখার হাতও ভাল। তুমি সরাসরি প্রতিবাদ করো । এমন মানুষ দিন দিন কমে যাচ্ছে । এখন হলো মুখোশের যুগ। সব সময় 'হাসি-খুশী' মুখ রাখবে । প্রতিবাদ করবে না । নিজেরটা গুছিয়ে নেবে। একদিন কেউ না থাকলে তুমি পিন্টুবাবুকে বলো, তোমার ভুল হয়ে গেছে উত্তেজনায় ।

অনীক ঃ আরে, এটা আপনি কী বলছেন ? আপনি তো নিজেই ছিলেন, আমার ভুলটা কোথায় ?

বাসু ঃ উনি বয়স্কলোক । এটুকু স্পোর্টিংলি বলতে তোমার আটকাচ্ছে কোথায়—এটা আমার অনুরোধ, তুমি স্পোর্টিংলি বলো ।

অনীক ঃ এমন অনুরোধ আমাকে করবেন না—দুঃখিত ।**—কাট ।**

দিন। স্টুডিওর একটা ফ্লোরে কাজ চলছে। শট শেষ হলে অনীক সুবীরের কাছে গিয়ে বলে—

অনীক ঃ কীরে, ডেকেছিস কেন ?

সুবীর অনীককে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলে—

সুবীর ঃ তোর সঙ্গে পিন্টুদার কী হয়েছে রে ? তুই পিন্টুদাকে মিথ্যাবাদী বলেছিস ?

অনীক ঃ না, আমি বলেছি—'আপনি বড় মিথ্যাকথা বলছেন ।' তুই বাসুদা, কুমারদাকে জিজ্ঞাসা করিস, ওঁরা তো ছিলেন ।

সুবীর ঃ কুমারদা যে বলল তুই লায়ার বলেছিস । মিথ্যাবাদী বলেছিস ।

অনীক ঃ আমি লায়ার, মিথ্যাবাদী বলেছি ? ঠিক আছে আমার সামনে তুই কুমারদাকে জিজ্ঞাসা করিস ।

সুবীর ঃ যাক গে, যা হয়েছে, হয়েছে । দেখ, আমি অনেকদিন ধরে আছি, কাউকে চিনতে আমার বাকী নেই । তাছাড়া তুই তো পিন্টুদার কথা, উনি কী করেন, করছেন আমাকে, তন্ময়কে আগেই বলেছিস । সব বুঝিরে— 'তোকে বলছি, তুই পিন্টুদাকে 'ভুল হয়ে গেছে' বলে সব ঝামেলা মিটিয়ে নে । এতে তো তুই ছোট হয়ে যাবি না । এই তো আমি, শুনেছিস বোধ হয়, শান্তিদার সঙ্গে আমার ঝামেলা হয়েছে । আমি তো ওনার হাত ধরে বললাম—ভুল হয়ে গেছে । ব্যাস, মিটে গেল ।

অনীক ঃ বারে, আমি মিথ্যেবাদী বলিনি, লায়ার বলিনি আর বলব ভুল হয়ে গেছে—অসম্ভব ।

সুবীর ঃ অনীক, আমি বলছি মিটমাট করে নে । এই নিয়ে কথা উঠেছে কিন্তু—সবাই বলাবলি করছে ।

অনীক ঃ আমার কিছু বলার নেই । আমি মিথ্যাবাদী, লায়ার বলিনি, আমি কিছুতেই বলতে পারব না **...**

অনীক চলে যায় ।**—কাট ।**

পাঁচটা । অল ইণ্ডিয়া সিনেমাটোগ্রাফারস্ অ্যাসোসিয়েশন ।

অনেক সদস্য এক সঙ্গে বসে আলোচনা করছে ।

পিন্টু ঃ সুবীর, রায়কে চিঠিটা দেখাও ।

সুবীর আলমারি থেকে একটা চিঠি বের করে রায়দার হাতে দেয় । রায়দা চিঠিটা পড়ে পিন্টুদাকে বলে—

রায়দা ঃ তোকে তো বলেছে লিখেছে ?

পিন্টু ঃ না, আমার সঙ্গে কোন কথা হয়নি । সব বানিয়ে লিখেছে । মিথ্যে কথা,

শান্তি ঃ আমি তো নিজে ওর ফ্লোরে গিয়ে কথা বলেছি । ও কোন কিছুই মানছে না । শুধু এটা ওটা বলে পাশ কাটাচ্ছে । বলছে, যে কোন অ্যাসিসটেন্ট নিয়ে ও কাজ করবে না ।

পিন্টু ঃ অথচ 'ভিডিও-কেয়ার-টেকার' নিয়ে কাজ করছে ।

রায়দা ঃ শোন, ওকে একটা খুব নরম করে চিঠি দাও । এখানে আলোচনার জন্য ডাক । তারপর...চরম সিদ্ধান্ত তো যখন তখন নেওয়া যেতে পারে । কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যে তো...

পিন্টু ঃ এইবার একটা বাঁধাধরা নিয়মাবলী তৈরী করতে হবে । সদস্যদের আচরণবিধি, অ্যাসোসিয়েশনের নিয়ম-কানুন ।

শান্তি ঃ সে তো অনেকদিন আগে বোসদা একবার চেষ্টা করেছিল । বোম্বে-মাদ্রাজ অ্যাসোসিয়েশন থেকে ওদের নিয়মাবলী নিয়েও তো এসেছিল ।

রায়দা ঃ সেগুলো কোথায় ? বোধন, তুমিও তো একটা লিখেছিলে ?

বোধন ঃ সেগুলো বোধহয় আলমারীতে আছে । খুঁজে দেখতে হবে ।

রায়দা ঃ খুঁজে দেখ । দরকার হলে আবার বোম্বে-মাদ্রাজ-এর সঙ্গে যোগাযোগ কর ।

বোধন ঃ রায়দা, প্রযোজকদের সঙ্গে আমাদের একটা চুক্তি(পত্র তৈরী করলে ভাল হয় না ? অনেক সময় আমাদের গ্রেডিং-এ নিয়ে যায় না । আমাদের না জানিয়ে প্রিন্ট করে । সুটিং ডাকে—

রায়দা ঃ কী করবে সবাই মিলে আলোচনা করে দেখ—যেটা প্রয়োজন করতে হবে ।

বোধন ঃ অনীক শোন ।**—কাট ।**

বোধন ও অনীক বেরিয়ে স্টুডিওর রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে কথা বলে—

বোধন ঃ অনীক, তুমি পিন্টুদার সঙ্গে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেল ।

অনীক ঃ বি(্বাস ক(ন বোধনদা, আমি, ওনাকে মিথ্যেবাদী, লায়ার এইসব কিছুই বলিনি । কেন যে উনি...

ইতিমধ্যে সেখানে শান্তি নাগ এসে দাঁড়িয়েছে ।

শান্তি নাগ ঃ হ্যাঁ, আমাকে কুমারদা বলল...

অনীক ঃ আচ্ছা, কুমারদা কী বলেছে বলুন তো ?

বোধন ঃ সে শুনে তোমার দরকার কী ? অ্যাই, তুই কিছু বলবি না ?

অনীক ঃ দেখুন, আপনারা শুধু আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন ।

বোধন ঃ দেখ, আমরা সবাই একসঙ্গে আছি । এর মধ্যে এসব ভাল লাগে ? তুমি পিন্টুদাকে বললে ছোট হয়ে যাবে ?

অনীক ঃ বারে, আমি বলেছি—'আপনি বড় মিথ্যাকথা বলছেন'—একটা ঘটনার পরিপ্রে(িতে, এটা একটা মানুষকে মিথ্যাবাদী, লায়ার বলা হল ?

বোধন ঃ তোমার ওভাবে বলা উচিত হয়নি । উনি বয়স্ক, সভাপতি । চেয়ারের একটা সম্মান আছে না ? তুমি বলতে পারতে আপনি ঠিক বলছেন না । ভুল বলছেন— শব্দগুলো তো...

অনীক ঃ আমি কী ভেবেছি ব্যাপারটা এরকম হবে ! উনি কত অন্তরঙ্গ কথা বলেন ! উনি যে কেন এমন করছেন বুঝতে পারছি না । সেদিন, তখনতো কুমারদাও বললেন পিন্টুদাকে—

বোধন ঃ শোন, তোমাকে বলছি মিটমাট করে নাও । আমরা এতদিন একসঙ্গে মিলেমিশে আছি । অনেক সময় অনুরোধেও ঢেঁকি গিলতে হয় । আমরা সবাই তোমাকে এত করে বলছি—আমরা কেউ না ? আমাদের কোন দাম নেই ?

অনীক ঃ দেখুন, 'মিথ্যাকথা বলছেন' এই কথাতে পিন্টুদা যদি দুঃখ পান, অপমানিতবোধ করেন—তাহলে আমি সত্যি সত্যি দুঃখিত-লজ্জিত । এটা আমি ওনাকে বলতে পারি—কিন্তু ব্যাপারটা হল পিন্টুদা কিংবা কে বা কারা বলছে, আমি, পিন্টুদাকে মিথ্যেবাদী, লায়ার বলেছি । আমি তো এটারই প্রতিবাদ করছি । যেটা আমি বলিনি তার জন্য (মা চাইব কেন ?

নেপথ্যে ঃ অ্যাই বোধন, এদিকে একটু শুনে যা তো ।

তাড়াতাড়ি বোধনদা হন্তদন্ত হয়ে চলে যায় শান্তি নাগকে নিয়ে । **—কাট ।**

পাঁচটা। অল ইণ্ডিয়া সিনেমাটোগ্রাফারস অ্যাসোসিয়েশন ।

ঘরে পিন্টু দত্ত, বাসু দত্ত, কুমার বোস, তপন দত্ত বসে আছে । অনীক ঢুকে একটা চেয়ারে বসে ।

তপন ঃ আপনাকে অনেকদিন পরে দেখলাম ।

অনীক ঃ বা-রে ! পরেই তো দেখবেন । আপনি তো 'মেগা'তে ব্যস্ত । যেদিন শুনলাম আপনি 'মেগা' করছেন, খুব ভাল লাগল । ভাবলাম একদিন যাব—আর যাওয়া হলো না ।

তপন ঃ আমিও আপনাকে জানাতে পারিনি । এত কাজের চাপ । তবে, আপনাকে যে এক্সপেরিমেন্টের কথা বলেছিলাম, সেগুলো কিন্তু আমি করেছি ।

অনীক ঃ বাঃ গেলে তো ভাল হতো । দেখা যেত ।

তপন ঃ সেই যে হিন্দি ছবির এফেক্টের কথা বলেছিলাম, সেটা করেছি ।

অনীক ঃ কীভাবে করলেন ?

তপন ঃ ডিটেলটা কমিয়ে সফট করলাম, আর পেডিসটাল দিয়ে কনট্রাস্ট বাড়িয়ে দিলাম । দেখলাম, এফেক্টটা আসছে, পাচ্ছি—

অনীক ঃ এটা কি আপনি জেনেশুনে করেছেন, না হঠাৎ পেয়ে গেলেন ?

তপন ঃ নাড়াচাড়া করতে করতে হয়ে গেল । তবে, আপনার বইটা খুব কাজে লেগেছে । খুব ভাল বই ।

অনীক ঃ নতুন কোন ছবি দেখলেন নাকি ?

তপন ঃ 'দিল সে' । আপনি দেখেছেন ?

অনীক ঃ হ্যাঁ ।

তপন ঃ কেমন লাগল ?

অনীক ঃ অতি জঘন্য । তবে, প্রথম গানটার পিকচারাইজেশন দা(ণ । ভাবা যায় না । কিন্তু মণিরত্নমের 'রোজা', 'বোম্বে'তে যে নাম হয়েছিল তা ভোগে গেল । এত বাজে ছবি করল কীভাবে ? আর সব্যসাচী ?

তপন ঃ 'হঠাৎ বৃষ্টি' দেখেছেন ?

অনীক ঃ হ্যাঁ । আপনি ?

তপন ঃ না, দেখা হয়নি । মৃণালকান্তি দাস কেমন কাজ করেছে ?

অনীক ঃ আমার তো খুব ভাল লেগেছে । বিশেষ করে অপারেশন । সুবীরকে কত করে বললাম—জাতীয় পুরস্কারের জন্য অশোক দাশগুপ্ত আর মৃণালবাবুকে একটা অভিনন্দন পাঠাতে অ্যাসোসিয়েশন থেকে—আজও পাঠালো না । পাঠালে হয়ত—এখানে কাজ করতে এসেছিলেন । অ্যাসোসিয়েশনে আসতেন—আলাপ পরিচয় হত । 'আসাম' থেকে এই প্রথম বোধহয় কোন সিনেমাটোগ্রাফার জাতীয় পুরস্কার পেল, সুবীর যে কী করে—আমরা যে কী করছি ! এইভাবে আমরাই আমাদের (তি করছি ।

পিন্টু দত্ত চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বাসু দত্তকে বলে—

পিন্টু ঃ আমি যাচ্ছি ।

কুমার ঃ চললেন ?

পিন্টু ঃ হ্যাঁ ।

পিন্টু দত্ত চলে যায় । পরিবেশ থমথম করছে । সবাই চুপচাপ বসে আছে । এমন সময় সুবীর আসে—

সুবীর ঃ অনীক, তুই কী ভাবলি ? একটা কিছু কর ।

অনীক ঃ আমি তো তোকে বলেছি । আমি যেটা বলিনি, সেটা বলতে পারব না ।

সুবীর ঃ তাহলে তুই এখানে আসিস না যতদিন সভাপতি আছে । এক্সিকিউটিভ মিটিং-এ ঠিক হয়েছে । তোর একার জন্য তো...

অনীক ঃ বা-রে ! মিটিং হলো, কুমারদা বাইরের লোক তাকে ডাকা হলো । আর আমাকে একবারও ডাকা হলো না ! আমার কাছ থেকে শোনার প্রয়োজনবোধ করলি না ? তোরা কী আমার কার্ড নিয়ে নিতে চাস ! নিতে পারিস, আমার আপত্তি নেই । তবে, তোদের সিদ্ধান্ত একটা চিঠি দিয়ে জানাস ।

বাসু ঃ না, আমরা কোন চিঠি দেব না । কোন আইন-কানুনের মধ্যে যাব না ।

অনীক ঃ তার মানে ?

বাসু দত্ত ঃ তোমাকে বললাম, ব্যাপারটা স্পোর্টিংলি নাও । তুমি, তোমার এতই প্রেস্টিজ যে...না, আমাদের সিদ্ধান্ত মুখে বললাম—এটাই যথেষ্ট । কোন চিঠি দেব না ।

অনীক ঃ আচ্ছা কুমারদা, আপনি নাকি বলেছেন আমি পিন্টুদাকে মিথ্যাবাদী, লায়ার বলেছি ?

কুমারদা ঃ না, আমি তা বলব কেন ! আপনি যা বলেছেন, তাই বলেছি—

তৎ(ণাৎ সুবীর বাইরে চলে যায় । পরিবেশ থমথম করছে । একটু পরে অনীক চলে যায় ।**—কাট।**

ফ্ল্যাশব্যাক শেষ ।

চাঁদমারী স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব ঘর । অনীক টেলিফোনে রতনদার সঙ্গে কথা বলছে ।

অনীক ঃ হ্যালো, হ্যাঁ,—বলুন ।

রতন ঃ তুমি কী ঠিক করলে ?

অনীক ঃ কী আর করব ! আসলে আমরা যে পিন্টুদাদের ব্যর্থতার ফল সেটা, সেটা উনি বুঝতে চাইছেন না । নবীন-প্রবীণের চিরকালীন সংঘাত । একটা মানুষ সারাজীবন সহকারীর কাজ করেছে । তাছাড়া, উনি অ্যাসোসিয়েশনে বসে অ্যাসোসিয়েশনের কী উন্নতি করছেন সেটা তন্ময়দা, সুবীরকে প্রমাণ করে দিয়েছি। স্বপনদাকে বললে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিতো । তন্ময়দা, সুবীর সংসারী, সহকারীর কাজ করে বলে ঘাঁটাচ্ছে না । ওরা জানে কে কত বড় ফাউন্ডার, অ্যাসোসিয়েশন-দরদী—কিছুদিন পর ওরাই বলবে । আসলে, আমি মুখের উপর সত্যি কথাটা বলে দিই, অ্যাসোসিয়েশনের সমালোচনা করি বলে উনি আমাকে সহ্য করতে, মেনে নিতে পারেন না । একদম আত্মসমালোচনা করতে চান না । এখনো গান্ধীজীর 'অসহযোগ'-এর কথা বলেন। অসহযোগের পিছনে নেতৃত্ব, ত্যাগ, সততা, বি(াস সেটা কোন গাছে ফলে? অ্যাসোসিয়েশন তো কমরেটে সৌভ্রাত্র প্রযোজকের বি(দ্ধে একজোট! গে-াবাল পৃথিবীতে অসহযোগ? পিন্টুদা আমাকে বলেছিল, 'শেষ বয়েসে সম্মান নিয়ে যেতে চাই'—এটা যদি উনি সম্মানের মনে করেন...তবে, অ্যাসোসিয়েশনের সিদ্ধান্তটা—যতদিন সভাপতি আছে, আমাকে চিঠি দিয়ে না জানানোটা অগণতান্ত্রিক কাপু(যোচিত—নপুংশকতা । সভাপতির প(অসম্মানজনক। যাক গে, কী পড়ছেন ?

রতন ঃ শরৎচন্দ্র । আবার পড়ছি । অসাধারণ । অনেকে বলে সহজ করে লেখা । আরে, উনি কী আর কঠিন করে লিখতে পারতেন না । দেখতে হবে তো কাদের জন্য লিখছেন—

অনীক ঃ জানেন তো, নরসিমা রাও একটা উপন্যাস লিখছেন ?

রতন ঃ হ্যাঁ ।

অনীক ঃ ওনার মতে শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্র(্ন' সেরা উপন্যাস ।

রতন ঃ অনেকের মতে 'কমল' হলো রবীন্দ্রনাথের গোরা ।

অনীক ঃ এবার কে সাহিত্যে নোবেল পেয়েছেন জানেন ?

রতন ঃ কে গো ? কোন্ দেশের ?

অনীক ঃ পর্তুগালের কমিউনিস্ট লেখক 'হোসে সারামাগো ।' নোবেল প্রাইজ পাওয়া উপন্যাসের শু(টা শুনবেন?

রতন ঃ বল—

অনীক ঃ লেখকের স্ত্রী লেখকের র(তার বাড়িতে লেখককে ফোনে বলছেন—'তুমি তাড়াতাড়ি প্যান্টটা পরে বাড়িতে চলে এসো । তুমি নোবেল প্রাইজ পেয়েছ ।' কী শৈলী—কী শু(! পোষ্টমডার্ন ।

রতন ঃ সত্যি ভাবা যায় না । প্রথম থেকেই চমক—

অনীক ঃ শব্দ প্রয়োগ ল(্য ক(ন, র(তার বাড়ি, স্ত্রী, প্যান্ট । জীবনানন্দ পড়ছেন না ? এবার তো শতবার্ষিকী।

রতন ঃ হ্যাঁ, পড়ব । কত পড়ব ! প্রতিবারই নতুন লাগে—অদ্ভুত...

'আলো-অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতর
স্বপ্ন নয়—কোন এক বোধ কাজ করে ।
স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—ভালবাসা নয়
হৃদয়ের মাঝে কোন এক বোধ ।'

অনীক ঃ বাঃ এই জন্যই আপনার সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পাই—কথা বলতে ইচ্ছা করে । এই 'বোধ' চিরকাল বিমূর্ত হয়ে র'য়ে যাবে মানব হৃদয়ে, অথচ অস্বীকার করা যাবে না কোনদিন । কী অদ্ভুত অনুভূতি ! কিন্তু মানুষটাকে সেদিন কেউ বোঝেনি । অথচ,...

রতন ঃ ভাব, কী আশ্চর্য টাইম রিডিং । সেই সময়ের কারও লেখাতে তুমি এরকম পাবে না । অথচ মানুষটাকে সেদিন স্বীকৃতি দেয়নি । এমন হয়, বুঝলে, সময় ।

অনীক ঃ কী গভীর একাকীত্ব । কী আশ্চর্য নীরবতা । অদ্ভুত নিমগ্ন সাধনা, নিজের প্রতি কী গভীর আস্থা !

''সকল লোকের মাঝে ব'সে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা ?''

যতই বলুন না কেন, চিত্র ভাষা আন্তর্জাতিক—আমার মনে হয় না এ জিনিস ফিল্ম কোড, সেমিওটিক ব্যাখ্যা, প্রকাশ করতে পারে ! সেই দিক থেকে বাকপ্রতিমা একাধারে রূপক এবং ব্যাখ্যাকারও, স্বভাবীর কাছে অনেক বেশী হৃদয়গ্রাহী ।

ক্যামেরা প্যান করে ক্লাব ঘরের দেওয়ালের মুরালের উপর স্থির হয় । প্রথম আলাদা আলাদা ভাবে তিনটি কবিতা দেখা যাবে । তারপর তিনটি কবিতা থাকবে একই ফ্রেমে ।

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে ।। —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

'এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিমে
আজ বসন্তের শূন্য হাত
ধ্বংস করে দাও যদি চাও
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক
আমারই হাতে এত দিয়েছ সম্ভার
জীর্ণ করে ওকে কোথায় নেবে
ধ্বংস করে দাও আমাকে ঈ(ের
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক ।' —শঙ্খ ঘোষ ।

'যদি মরে যাই
ফুল হয়ে যেন ঝরে যাই
যে ফুলের নেই কোন ফল
যে ফুলের গন্ধই সম্বল ।' —অ(ণকুমার সরকার ।**—কাট ।**

মাননীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,
অল ইন্ডিয়া সিনেমাটোগ্রাফারস্ অ্যাসোসিয়েশন

বিষয় ঃ প্রতিবাদ পত্র

সবিনয় নিবেদন,

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আজও আমার চিঠির উত্তর দিলেন না। কোথায় যে অসুবিধা? কোথায় যে ভয়? আপনার মনে পড়ছে কি আপনি একদিন সভাপতিকে বলেছিলেন ট্রামডিপোতে সভাপতি সম্বন্ধে কী আলোচনা হয়। সেই মুহূর্তে সভাপতির মুখ দেখেছিলেন? আরও মনে পড়ে একদিন অনেকে সিনেমাটোগ্রাফি সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। সবাই আমার বিপ(ছিলেন। শেষে আমি খোকনদাকে অনেক বলতে উনি 'আমেরিকান সিনেমাটোগ্রাফারস ম্যানুয়াল' খুলে দেখালেন আমার মতটাই ঠিক। কিন্তু আচরণের ম্যানুয়াল আমি কোথায় পাব!

'ওরে বাবা বাঘ মামা তুমি যে এখানে তা কে জানত'

অতএব অধম আপনাদের অগণতান্ত্রিক বুরোত্রে(সির প্রতিবাদে সদস্যপদ ত্যাগ করল। দুঃখিত। সভাপতির প্রতি আপনাদের আনুগত্য, শ্রদ্ধায় আমি অন্ধ।

'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ, সবচেয়ে বেশী আজ চোখে দেখে তারা (
যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই—প্রীতি নেই—ক(ণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া ।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজও মানুষের প্রতি,
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সৎ বা রীতি কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয় ।'

জীবনানন্দের শতবর্ষে আগামীদিনের অপে(ায় আমার নিবেদন। চরৈবেতি চরৈবেতি...

ধন্যবাদ
অনীক সেন

বারাকপুর, আনন্দপুরী, 'সি' রোড
ডাকঘর ঃ নোনা চন্দনপুকুর
জেলা ঃ উত্তর চব্বিশ পরগনা
পিন ঃ ৭৪৩১০২
তারিখ ঃ ০১/০৪/৯৯

লেখক পরিচিতি ঃ

সন্তোষ সেন,

ভালোবাসে ফুল, শিশু, নারী এবং প্রকৃতি ঙ্গ কবিতা, প্রতিলিপি, চিত্রনাট্য লেখে, ছবি তোলে, পথ হাঁটে ঙ্গ ওর বিশ্বাস—প্রেম সৃষ্টির আর্তি ঙ্গ মানুষ ভালোবাসার প্রার্থী ঙ্গ মানুষ যখন ভালোবাসে, ভালোবাসা পায় বেজে ওঠে হৃদয়ের নীরব সংগীত ঙ্গ বিপ্লব—অনেক প্রজন্মের মনীষার ফসল ঙ্গ ওর ছবি সম্বন্ধে কিছু লিখছি না, ছবি নীরব কবিতা ঙ্গ দর্শনে তৃপ্তি ঙ্গ একটা অতৃপ্তি থেকেই গেল ঙ্গ হাজারো অনুরোধে ছাপানো গেল না ওর গোপন অহঙ্কার ঙ্গ সন্তোষের ''একটা সমস্যা'' প্রবন্ধের উত্তরে আলোকচিত্র শিল্পের প্রবাদ পুরুষ, ক্যানডিড ছবির যাদুকর আঁরি কার্তিয়ার ব্রেসোঁ ওকে উপহার দিয়েছেন স্বহস্তে লিখে নিজের পিকচার পোস্টকার্ড ঙ্গ কিংবা ''মুভিং পার্সপেকটিভ ফোটো-কোলাজ'', যেটা উপহার পেয়ে খুশি হয়ে মৃণাল সেন স্ত্রী গীতা সেনকে ডেকে ওর সঙ্গে পরিচয় করে দিয়েছিলেন ঙ্গ কিংবা পি এল টির ''বাংলা ছাড়ো'' নাটকের সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ওকে পাঠানো উৎপল দত্তের চিঠি ঙ্গ

সোনেক্স-এর ''তেরো পার্বণ'' টিভি সিরিয়ালের দ্বিতীয় পর্বের দুটো এপিসোডের চিত্রনাট্য লিখেছিল সন্তোষ ঙ্গ আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত জেট সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার ওকে বলেছিলেন—'তোমার মধ্যে দারুণ ফিল্মিক স্মার্টনেস আছে, যেটা আমি খুব অপছন্দ করি ঙ্গ লেখ, তুমি তো স্থায়ী কিছু করছ না ঙ্গ এদের আমি বলে দেব, তোমার একটা স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা হবে ঙ্গ' জোছন দস্তিদার বলেছিলেন—'তোমার চিত্রনাট্যে কোন বার্নিং দেখছি না ঙ্গ আমি বৌ-মেয়েকে বলেছি, মরে গেলে আমার সব লেখা যেন চিতার আগুনে পুড়িয়ে ফেলে ঙ্গ কিছুই হয়নি, বুঝলে ঙ্গ কতজন কত উপন্যাস লেখে, আমি কিছু পড়ি নাঙ্গ মাঝে মাঝে শুধু রবীন্দ্রনাথ পড়ি ঙ্গ কিন্তু এক জায়গায় এরা সবাই এক ঙ্গ' চিত্রনাট্যকার হিসাবে পরিচয় লিপিতে নাম না থাকায় সন্তোষ প্রাপ্ত সাম্মানিক পরিচালক সেনগুপ্তের হাতে ফেরৎ দিয়ে বলেছিল—'সোনেক্সে যেন দ্বিতীয়বার এরকম ঘটনা না ঘটে ঙ্গ' আর ওদের উপহার দিয়েছিল শঙ্খ ঘোষ-এর লেখা কবিতার বই ''মূর্খ বড়ো সামাজিক নয় ঙ্গ''

অভিনয় হল—মানুষের সঙ্গে। সমাজের এবং নিজের সঙ্গে। নিজের গোপন সম্পর্ক ঙ্গ শম্ভু মিত্র-এর 'জলসাঘর' বক্তৃতা শুনে সন্তোষ এমনি আবিষ্ট, হর্ষ-বিষাদে এমনি আপ্লুত যে, এমন দিনে একান্তে নিজস্ব নির্জনতা প্রয়োজন বলে সেদিন ছেড়ে দিল ''মিডিয়াম সার্ভিস''-এর অ্যাসাইনমেন্ট ঙ্গ কিংবা খারাপ পত্রিকায় লিখবে না বলে ছেড়ে দিয়েছে জনপ্রিয় কুৎসিত সিনেমা পত্রিকায় স্থায়ী অফার ঙ্গ যেখানে বিদেশে, চলচ্চিত্র উৎসবে যাওয়ার লোভনীয় আকর্ষণও ছিল ঙ্গ সন্তোষ-এর তথ্যচিত্র ''জগদ্ধাত্রী'' টিভিতে প্রচারিত হয়েছে ঙ্গ ওর নির্মীয়মাণ তথ্যচিত্র দারিদ্র্যের চাপ সহ্য করতে না পেরে অস্ত্রোপচার করে হিজড়ে হয়ে যাওয়া এক যুবককে কেন্দ্র করে ''৫০ +'' কোথাও কি আগুন লেগেছে ? বাতাসে পোড়া পোড়া গন্ধ যেন—এই মুহূর্তে চলচ্চিত্র নির্মাণে মগ্ন সন্তোষ সেনঙ্গ

পিনাকী চক্রবর্তী